www.facebook.com/alipur.barta.5 whatsapp no. 9038640030 ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

সমকামিতা নিয়ে সাম্য
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৬
৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ভারত ২০৩৫-এ
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২২ মাঘ – ২৮ মাঘ, ১৪২২ ঃ ৬ ফেব্রুয়ারি – ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 15, 6 February - 12 February, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : এ রাজ্যের চা বাগানে দারিদ্র সাড়া ফেলেছে। কয়েকদিন

আগে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দল ঘুরে গিয়েছে বাগান এলাকা। এবার ডানকানের ৭টি রুগ্ন চা বাগান হাতে নিচ্ছে কেন্দ্র। ডানকান গোষ্ঠী অবশ্য এতে অখুশি।

রবিবার : কামদুনি কান্ডের সাজা শোনাল আদালত। মোট

নয় জন অভিযুক্তের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একজনের। দুজন বেকসুর খালাস পেয়েছে। এবার ফাঁসি হল তিনজনের। আরও তিনজনের আমৃত্যু কারাবাস।

সোমবার : বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ এবং

পান্ডবেশ্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলকাতা বিমানবন্দরে গ্রেফতার হলেন আগ্নেয়াস্ত্র সহ। সঙ্গে ছিল না কোনও লাইসেন্স।

মঙ্গলবার : মহারাষ্ট্রের সমুদ্র সৈকতে পিকনিক করতে গিয়ে

মর্মান্তিকভাবে ডুবে গেল ১০ জন মহিলা সহ ১৪ জন পড়ুয়া। পুনের একটি কলেজ থেকে এরা গিয়েছিলেন পিকনিকে। আরও ১০–১২ জন নিখোঁজ।

বুধবার : সোহরাবের অবৈধ নির্মাণে পুরসভার প্রশ্রয় সাড়া

ফেলেছে। অনুমতি মিলেছিল বাম আমলে। তৃণমূলের আমলেও নির্বিকার পুরসভা। এমন আরও অবৈধ নির্মাণে পুরসভা এখন মুখ লুকাতে ব্যস্ত।

বৃহস্পতিবার : শিক্ষা ক্ষেত্রগুলি যে উচ্ছৃঙ্খলতার কেন্দ্র হয়ে উঠছে

তা প্রকট হয়ে গেল জলপাইগুড়ির কোতোয়ালির নগেন্দ্রনাথ হাইস্কুলে। মাধ্যমিকে টুকতে বাধা দেওয়ায় তান্ডব চালাল ছাত্ররা।

শুক্রবার : অপর্ণা বাগ খুনের ঘটনায় ১১ জনের ফাঁসি দিয়ে নজির সৃষ্টি করলেন কৃষ্ণনগর আদালতের

নদিয়ার জেলা ও দায়রা বিচারক। রায় নিয়ে বিচারকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

কাজ–অকাজের দ্বন্দ্বে ভুগছে কালীঘাট

ওঙ্কার মিত্র

এমন আকছার ঘটে। আগের ম্যাচগুলোর দারুণ সাফল্য এবং দুর্দান্ত প্র্যাকটিসের পর ডার্বি ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়ে সবচেয়ে ভালো দল। কারণ মানসিক চাপে ভোগা খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার চরম অভাব। নানারকম স্ট্র্যাটেজি। খেলোয়াড় বদল করেও ভরাডুবি আটকাতে পারলেন না এক নম্বর সফল কোচ। একটা ভয় সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ালো দলটাকে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল দলটাকে দেখে এমনই আশঙ্কা মানুষের মধ্যে দানা বাঁধছে। ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনের পর প্রত্যেকটা ম্যাচ সাফল্যের সঙ্গে উতরে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন অনামী খেলোয়াড়দের নিয়ে দল তৈরি করে কিভাবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে হয়। রাজ্যের দুই প্রধান দল কংগ্রেস ও সিপিএম–এর অবস্থা কঙ্কালসার করে দিয়েছেন অসাধারণ সব স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে। ৩৪ বছর ধরে চলা বামপন্থী শাসনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সারা পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ক্ষমতায় এসে তো একেবারে বাজিমাৎ। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পের বরাদ্দের সঠিক ব্যবহার করে রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। অসুস্থ গরিব অসহায় রোগী থেকে শুরু করে ক্লাব সংগঠনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় সব শ্রেণীর মানুষের মন জয় করে ফেলেছেন। সাড়ে চার বছর পর অতি বড় বাম সমর্থকও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন, কাজ হয়েছে। বিনামূল্যে সরকারি হাসপাতালের শয্যা, সস্তায় ওষুধ, হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজ সাথী, ক্লাব সংগঠনকে অনুদান, সস্তায় খাদ্য শস্য বন্টন, একশো দিনের কাজে শীর্ষস্থান সরকারের মুকুটে গেঁথে দিয়েছে সাফল্যের পালক।

এমন পারফরমেন্সের পরেও কালীঘাটে জেলা ভিত্তিক সাংগঠনিক বৈঠকে সেই উচ্ছ্বাস নেই। আশঙ্কার বাতাবরণ। এলাকায় এলাকায় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রীতিমত ধমক দিতে হচ্ছে তৃণমূল নেত্রীকে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হঠাতে সময়সীমা বেঁধে দিতে হচ্ছে। অবশ্য কাজ কতটা হচ্ছে তা বলে দেবে আগামী নির্বাচনের ফলাফল।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতো এর কারণ অনেক। প্রথমত নেত্রীর নজরে প্রথম সারিতে যারা উঠে এসেছেন, মন্ত্রী সহ অন্যান্য পদ পেয়েছেন তারা নিজেদের কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছেন। দলের একনিষ্ঠ কর্মী যারা ভুল–ভ্রান্ত ধরিয়ে দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধ আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ ওই নেতা মন্ত্রীর চারপাশে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে ধান্দাবাজ স্তাবকের দল। ফলে বিক্ষুব্ধদের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের মধ্যে থেকে তৈরি হয়ে যাচ্ছেন আর এক নেতা। দ্বিতীয়ত নেত্রীর বদান্যতায় পদ পেয়ে মন্ত্রী, বিধায়ক, কল্কে পাওয়া নেতারা নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন সিন্ডিকেট, জমির দালাল, অসাধু কন্ট্র্যাক্টর, মস্তান তোলাবাজদের জালে। বাড়ছে ভোগ–বিলাস, লোভ। কামাচ্ছেন দেদার পাপের অর্থ। সামনে রাখা হচ্ছে দলের জন্য টাকা তোলার অজুহাত। নিজেদের অস্তিত্ব দেখাতে এলাকায় রাস্তা জুড়ে এক এক গোষ্ঠীর ‘দেশাত্মবোধক’ জলসা নতুন এক তৃণমূল কালচারে পরিণত হয়েছে। নিষেধ করা দূরে থাক এইসব জলসায় নেতা–মন্ত্রীরা গিয়ে বরং হাওয়া দিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকেই পুষ্ট করে তুলছেন।

একবারও প্রশ্ন করছেন না জলসার বিপুল আয়োজনের টাকা আসছে কোথা থেকে। দলের নেত্রী বিলাস–বসন ছেড়ে প্রাণপণে ছুটে বেড়াচ্ছেন দল ও রাজ্যের স্বার্থে। আর ভোগ সর্বস্ব জীবনে ডুবে যাচ্ছেন তাঁর খেলোয়াড়রা। এখন সকাল–সন্ধে কোনও কোনও মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদদের বাড়ির চেম্বারে গেলে দেখতে পাওয়া যায় কেউ তাদের হাত–পা–দেহ মালিশ করছেন, কেউ জল এনে দিচ্ছেন, জুতো পরিয়ে দিচ্ছেন। তৃতীয়ত তৃণমূলে এখন আরও এক দ্বন্দ্ব প্রকট। আগ মার্কা তৃণমূলী ও অন্য দল থেকে আসা তৃণমূলীদের মধ্যে। কারা দিদির কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তা নিয়ে বাংলায় টানাপোড়েন তুঙ্গে। অনেকেরই ধারণা গ্রামগঞ্জে বামেদের কায়দায় যে তৃণমূল চলছে তার একটা বড় কারণ বামপন্থীদের তৃণমূলে যোগদান। দিদির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য দলের প্রাক্তন কর্মীরা সকলে কাজ করছেন একথা মানতে নারাজ এলাকার বাসিন্দারা। অনেকে আবার আগামী নির্বাচনে সাবোতোজের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। এর মধ্যে যদি সত্যি জোট হয়ে কংগ্রেস ও বামেদের ভোট এক হয়ে যায় তাহলে অনেক অঙ্কের হিসাব ওলট পালট হয়ে যেতে পারে। এখান থেকেই আশঙ্কা গ্রাস করছে কালীঘাটকে।

● শ্রীমতি বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন অনামী খেলোয়াড়দের নিয়ে দল তৈরি করে কিভাবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে হয়। রাজ্যের দুই প্রধান দল কংগ্রেস ও সিপিএম–এর অবস্থা কঙ্কালসার করে দিয়েছেন অসাধারণ সব স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে।

● অনেকেরই ধারণা গ্রামগঞ্জে বামেদের কায়দায় যে তৃণমূল চলছে তার একটা বড় কারণ বামপন্থীদের তৃণমূলে যোগদান। দিদির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য দলের প্রাক্তন কর্মীরা সকলে কাজ করছেন একথা মানতে নারাজ এলাকার বাসিন্দারা।

এতসব দ্বিধাদ্বন্দ্বের এখন উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী এবং তাঁর নেতারা। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সিন্ডিকেট, দলের নেতা–কর্মীদের নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া, পুলিশের শাসনকে তোয়াক্কা না করে নিজেদের ইচ্ছামত দল পরিচালনা থেকে নির্বাচনের আগে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় তৃণমূল নেতৃত্ব। নির্বাচনের আগে একদিকে নেতা চটানো প্রায় অসম্ভব অন্যদিকে মানুষকে সুশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে মেলানো ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে তৃণমূলের কাছে। নেত্রীর একমাত্র অস্ত্র উন্নয়নের কাজ। বহুদিন ধরে অনুন্নয়নে হাঁপিয়ে ওঠা বাংলার মানুষ নতুন স্বপ্ন দেখছে। এই স্বপ্নই হয়তো এবার বাঁচিয়ে দেবে তৃণমূল নেত্রীকে। কিন্তু দলের আগাছা অচিরে পরিস্কার না করলে সেখানে সাপ খোপের বাসা হবেই। ছোবল তুলবেই। আর দশটা দলের মতো সেই ছোবলেই না শেষ হয়ে যায় মমতার লড়াই। ভাবতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে। কাজ–অকাজের দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচতে মানুষই একমাত্র হাতিয়ার।

আগামী নির্বাচনকে ১০০ শতাংশ জনমুখী করতে তৎপর কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দল ও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা এখন তুঙ্গে। তবে এ ব্যাপারে এগিয়ে রয়েছে নির্বাচন কমিশনই। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি এখনও সেভাবে নিজেদের গোছাতে না পারলেও নির্বাচন পরিচালনার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে কমিশন।

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষন যে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তা এখনও অব্যাহত। আধুনিক প্রযুক্তিকে সঙ্গী করে প্রায় প্রতিদিনই নানা অভিনব উদ্যোগ নিচ্ছে কমিশন। কত সুচারুভাবে এবং নির্বিঘ্নে নির্বাচন পরিচালনা করা যায় কয়েক মাস আগেই বিহারে তা দেখিয়ে দিয়েছে কমিশন। এ রাজ্যের নির্বাচনে আরও কিছু চমক দিতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ঘনঘন ভিডিও কনফারেন্সে, নতুন নতুন নির্দেশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এবার নির্বাচনকে জনমুখী করতে চাইছে কমিশন। সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে এবার রাজ্যের মানুষকে নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চাইছে কমিশন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে কমিশনের নির্দেশে এবার রাতদিনের জন্য খোলা রাখা হচ্ছে নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে। এজন্য কমিশন ‘সমাধান’ নামে একটি অনলাইন সিস্টেম চালু করেছে। যেখানে সাধারণ মানুষ যে কোনও সময় ছবি সহ তাদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। পুরো সিস্টেম মনিটর করবে কমিশন সরাসরি।

ফলে অভিযোগ ফেলে রাখা যাবে না।

এছাড়াও কমিশন প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য ‘বুথ লেভেল অ্যাওয়ারনেস গ্রুপ’ বা ‘ব্যাগ’ গঠনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই চালু করেছে। এলাকার রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়ে ব্যাগ গঠন করা হবে। ব্যাগের সদস্য করা হবে এলাকার বুদ্ধিজীবী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, এনজিও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদেরও। কমিশন চাইছেন এই ব্যাগ কাজ করবে নির্বাচনকে অবাধ ও স্বচ্ছ করতে। এরা ভোটারদের ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি নজর রাখবে রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপের ওপরেও। কেউ ভোটারদের ভয় দেখিয়ে বা ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করছে কিনা তার খবরও এই ব্যাগের মাধ্যমেই পেতে চাইছে কমিশন। এমনকি এ ব্যাপারে হোয়াটস অ্যাপকেও কাজে লাগাতে চাইছে নির্বাচন মাথারা। তারা চাইছেন কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা দেখলে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিক ব্যাগ সভ্যরা। কমিশন ব্যবস্থা নেবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে।

জনমুখী এসব ব্যবস্থার পাশাপাশি ভোট কেন্দ্রের ছবি, তথ্য, ভোটকর্মীদের পরিচয়, সমস্ত তথ্য সাধারণের জন্য খুলে দিচ্ছে কমিশন। ভোটাররা যাতে সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের সাহায্য ছাড়াই ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন তার সবরকম ব্যবস্থাও রাখতে চেষ্টার কসুর করছে না কমিশন।

কমিশনের প্রতিনিধি থেকে প্রশাসনের আধিকারিক সকলেই বলছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এক নতুন নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় হতে চলেছেন রাজ্যবাসী। আগামীতে এই প্রক্রিয়া আরও আধুনিক। আরও জনমুখী হবে তাতে সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা প্রকল্পে গরিব মানুষরা বঞ্চিত

কুনাল মালিক

রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা প্রকল্পে জেলার গরিব বিপিএল পরিবারভুক্তরা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় জেলাশাসক, জেলা সভাধিপতি এবং জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। গত ২৭ জানুয়ারি থেকে জেলার ৭২টি বেসরকারি নার্সিংহোমে ৩০ টাকার আরএসবিওয়াই কার্ড হোল্ডাররা কার্ড দেখিয়েও ৩০,০০০ টাকার কোনও চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছিলেন না। চিকিৎসা করেও জেলার নার্সিংহোমগুলি বিমা কোম্পানি আইসিআইসি লুম্বার্ড–এর থেকে কোনও বকেয়া অর্থ পায়নি। তাই নার্সিংহোমগুলি বাধ্য হয়ে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দেয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ এবং জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নার্সিং হোম ওনার্স–অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে বিষয়টি জানানো হয়। ডাঃ রায় বলেন, আমাদের জেলায় ৬ লক্ষ বিপিএল পরিবার আছে। ১৪–১৫ আর্থিক বছরে যেখানে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার কার্ড দেওয়া হয়েছে। গত ১১ মাসে মাত্র ১০ হাজার মানুষ এই প্রকল্পে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছে। কারণ জেলার নার্সিংহোমগুলি ঠিক সময়ে চিকিৎসা করেও টাকা পায়নি। তাই তারা পরিষেবা দিতে চাইছিল না। বিমা কোম্পানির লোকজন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই নার্সিংহোমগুলিকে শো–কজ, প্যানেল থেকে বাদ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। এর ফলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরিব মানুষদের ক্যাশলেস চিকিৎসার পরিষেবা মার খাচ্ছিল, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। জেলা সভাধিপতি এবং জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ নার্সিংহোমের মালিকদের অনুরোধ করেন নতুন করে সর্বত্র চিকিৎসা পরিষেবা দেবার জন্য। তাদের অনুরোধে গত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার ৭২টি নার্সিংহোমে এই পরিষেবা শুরু হয়েছে। ডোঙারিয়ার মেডিকেয়ার নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ মশিয়ার রহমান বলেন, আমরা নানা ভাবে বিমা কোম্পানির কাছ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম। জেলা প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই আবার পরিষেবা শুরু করছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা নার্সিংহোম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ মোশারফ হোসেন বলেন, আমরা আমাদের নানা দাবি আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চাই বলে, জেলার স্বাস্থ্য দফতরে জানিয়েছিলাম। কিন্তু গরিব মানুষদের স্বার্থে জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ ও জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়ের অনুরোধে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার চিকিৎসা পরিষেবা শুরু করেছি। জেলা শাসক ডঃ পি বি সেলিমও বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে বর্তমান বিমা কোম্পানিকে শীঘ্রই বাতিল করা হতে পারে।

কামদুনি কান্ডে সাজা হলেও রাজনীতি অব্যাহত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কামদুনি কান্ডে সাজা ঘোষণার পর্ব মিটলেও রাজনীতির অবসান ঘটেনি। ২০১৩ সালের ৭ জুন কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ ও খুনের পর থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার এই গ্রামটি বহুবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। এদিকে কামদুনি কান্ডকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালেই বারাসত থানাকে ভেঙে আইসি ভিত্তিক মোট চারটি থানা গঠন করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত থানাগুলি হল, শাসন, মধ্যমগ্রাম এবং দত্তপুকুর থানা। পূর্বতন বারাসত থানা ছিল প্রায় ২৮৬ বর্গ কিমি বিশিষ্ট। যার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬ লক্ষ। কামদুনি বর্তমানে শাসন থানার অধীন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিবর্তনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এই থানা বিভাজন নিঃসন্দেহে মুখ্যমন্ত্রীর এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহল।

প্রায় আড়াই বছর ধরে কামদুনি কান্ডের বিচার প্রক্রিয়া চলার পর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় প্রাক্কালে অভিযুক্তরা সাজাপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনাকে সরকারের সাফল্য হিসেবে ধরে নিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যেমন প্রচারে নামতে চলেছে শাসক দল, তেমনই বামফ্রন্ট, বিজেপি, কংগ্রেসসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও কামদুনিকে তাদের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। তবে রাজনীতির ঊর্ধে উঠে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই জয় মৌসুমী কয়াল, টুম্পা কয়াল, কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চসহ সমগ্র কামদুনিবাসীর জয়, বলে মনে করছেন বিশ্লেষক মহল। ৭ জুনকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করেছে কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চ, গ্রামবাসী, তৃণমূল শান্তিরক্ষা কমিটি, বামফ্রন্ট, বিজেপি সহ বিভিন্ন গণ সংগঠন। সাজা ঘোষণার পর শাসকদল চাইছে গ্রামে উন্নয়ন ঘটিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ভোট ব্যাঙ্ককে নিশ্চিত করতে। অন্যদিকে বিরোধীরা বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গ্রামের অনুন্নয়নকে তুলে ধরতে চাইছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামে গিয়ে উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, মাধ্যমিক স্কুল নির্মাণ, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ও স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প। বর্তমানে একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প আছে। আলোরও ব্যবস্থা হয়েছে অনেকাংশে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে

কামদুনির উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই মর্মে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল উন্নয়নের বিষয়গুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে কামদুনিতে যাবে বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে কামদুনি এখনও আতঙ্কে আছে বলে মনে করছেন অনেকেই। এই আতঙ্কের কারণ হিসেবে তাদের ব্যাখ্যা দুই অভিযুক্ত নূর আলি ও রফিকুল ইসলাম মোল্লার বেকসুর মুক্তি। কারণ এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও পুলিশ খুন, ধর্ষণ, ষড়যন্ত্র ও তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রমাণের অভাবে এরা মুক্তি পায়। কামদুনির প্রতিবাদী মঞ্চ সহ গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, এই দুই অভিযুক্ত সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে গোড়ায় গাফিলতি করে। একই সঙ্গে এই দুই অভিযুক্তের গোড়া গাফিলতি করে। একই সঙ্গে এই দুই অভিযুক্তের বেকসুর মুক্তির বিরুদ্ধেও প্রমাণ আছে বলে দাবি করেছেন নির্যাতিতার তরফের আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত কামদুনিতে এখনও আতঙ্ক আছে বলে গ্রামবাসীদের একাংশ যে মন্তব্য করেছে, তার কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, অভিযুক্ত নূর আলি ও রফিকুল ইসলাম মোল্লা ছাড়া পাবার পর মৌসুমী ও টুম্পাদের দেখে নেবার হুমকি দেয়। তবে এতটা আতঙ্কের এখন আর কারণ নেই বলে মনে করছেন অনেকেই। উল্লেখ্য, এই দুই অভিযুক্ত মূলত কামদুনি গ্রামের বাসিন্দা নয়। এরা পাশের গ্রাম পাড় খড়িবাড়ির বাসিন্দা। এই গ্রামের বাসিন্দারা এরা মুক্তি পাওয়ায় খুশি। তাদের মতে, এই দুই অভিযুক্ত নিরপরাধ। তাই কামদুনিকান্ডে এদের নাম জড়ানোয় পাড় খড়িবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা মৌসুমী, টুম্পাদের উপর ক্ষুব্ধ বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা গিয়েছে।

এদিকে কামদুনি কান্ডে সাজা ঘোষণা হয়ে গেলেও বিরোধীরা কামদুনি ইস্যু ছাড়তে নারাজ। বিজেপির মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১২ দিনের এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। কামদুনি থেকে কাকদ্বীপ এই পদযাত্রায় কামদুনির দুই প্রতিবাদী মুখকে সঙ্গী করতে চেয়েছে বিজেপি। আবার মঙ্গলবার ‘সেভ ডেমোক্রেসি’র বুদ্ধিজীবীদের কামদুনি প্রবেশ। সব মিলিয়ে কামদুনি এখন যেন রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, ‘শেষ হইয়াও হইল না শেষ।’

বিশ্ব জুড়ে আপাত বৃদ্ধির খবর

বিদেশিদের কেনার খবরে স্বস্তি বাজারে

শুদ্ধাশিস গুহ

নানা ঝড়ঝাপটা সামলে এবার ভারতীয় শেয়ার বাজার মনে হয় ওপরের দিকে উঠতে চাইছে। সামনে রেল এবং অর্থ বাজেট, তার ওপর আমেরিকা–ইউরোপেও বাজার চাঙ্গা থাকা, সর্বোপরি চিন ও এশিয়ার থিতু হওয়ার ইঙ্গিত সবের মিলিত ফল ভারতের বাজারের বৃদ্ধি। একে ঘুরে দাঁড়ানো বলা যেতে পারে। বিশেষ করে ৭২০০–র কাছেই ভারতীয় নিফটি বটমআউট করেছে বলে মনে করছে একদল বিশেষজ্ঞ। আবার আরেক দলের মত ভারতীয় বাজার বাড়ার পিছনে সাময়িকভাবে বিদেশিদের শট কভারিং হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অচিরে তা আবার পতন অভিমুখী হতে পারে বলে মত এদের। সেক্ষেত্রে ভারতীয় নিফটি ছ'হাজারি হওয়ার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করছেন এরা। হতে পারে আগামী মাস দুই তিনেক শেয়ার বাজার তার এই আগুয়ান মনোভাব বজায় রাখবে। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে।

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার মার্কেট ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে সামিল হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বাজারের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল গত দু–তিন বছর আগে থেকেই। যখন ভারতের নিফটি ৫২০০–র কাছাকাছি ছিল তখন সেই যাত্রা সম্ভবত শুরু হয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নিফটিও এই তিন বছরের মধ্যে প্রায় চার হাজার পয়েন্ট বেড়ে নয় হাজার অতিক্রম করেছিল। মাঝে খানিকটা শ্লথ হয়ে যায় তার চলাফেরা। নিফটি ৫২০০ থেকে একটানা যে বেড়েছে তা নয়, তবে উত্থানের কক্ষপথ এই সময় থেকেই মূলত শাণিত হতে থাকে। যা যত সময় এগিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে এই বিজয় চাকা ফের ৯০০০ কে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছে। যদিও তার আগে ৮ হাজারের ঘরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গত বছরের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নিফটির রথ থমকে দাঁড়ানোর সময় তার অবস্থান ছিল সেই ৯ হাজারের ওপরে। সেখান থেকে পড়তে পড়তে গত জুন মাসে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ৮ হাজারের নিম্নতলে। দুদিনের জন্য ৮ হাজার ভাঙতেও দেখা গিয়েছিল তাকে।

চিনের অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতি বা সেদেশের শেয়ার বাজারের পতন সাময়িকভাবে ভারতকে ভাবালেও পরে তাই এদেশের অনুকূলে চলে এসেছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে গত এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সাময়িক যে মন্দা ভারতের বাজারে গ্রাস করেছিল তার নেপথ্যে ছিল চিনের গল্প। আসলে চিনের শেয়ার বাজারে একসঙ্গে একাধিক আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার হিসাবে বেশ কতগুলি নতুন শেয়ার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছিল। অর্থনৈতিক জগতের খবর অনুযায়ী ভারত সহ বিদেশের বেশ কিছু বাজার থেকে ব্যাপক অর্থ তুলে নিয়ে তা এই আইপিওতে ঢালে বিদেশি লগ্নিকারীরা। এটা নজরে রাখা

অর্থনীতি

প্রয়োজন যেই সেই সব আইপিও চিনের বাজারে লিস্টেড হয় বা আত্মপ্রকাশ করে সে দেশে পতনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বাঙলায় বলতে গেলে, আগে ছিল 'সেল ইন্ডিয়া বাই চায়না'। আর এখন সেটাই ধ্বনিত হচ্ছে 'সেল চায়না বাই ইন্ডিয়া'তে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ২০২০–র মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজার পৌঁছে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক কালের সর্বোচ্চতম অবস্থানে। হতে পারে এই উত্থানের রেশ আরও দীর্ঘায়িত হল। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো বিশিষ্ট শেয়ারবিদ নিফটির সর্বোচ্চ গ্রাফ বেঁধে দিয়েছে ৩০ হাজারের অবস্থানে। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার কথা যখন বলা হচ্ছে তখন আর ও একজন বিশ্ব বন্দিত শেয়ার বিশারদের কথা না বললেই না। তিনি হলেন মার্ক ফেবার। এই মুহূর্তে ভারতীয় অর্থনীতির গুণগান তাঁর মুখেও শোনা যাচ্ছে।

এতো কিছু ইতিবাচকের মধ্যে বাধা যে আসবে না তা নয়। বরং দেখা যাবে মাঝেমধ্যেই বিশ্ববাজারের কোনও খারাপ খবর বা ভারতের রাজনীতির কচকচানী অর্থনৈতিক বাজারকে টেনে ধরার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেই সব পতন বা কারেকশনে সবার আগে কেনায় মনোযোগী হতে হবে। বিশেষ করে যে সব কোম্পানি বা শেয়ারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তাতে ঢেলে বিনিয়োগ করতে হবে। সোনার বাজারে পতন আরও একটি ইঙ্গিত বহন করছে শেয়ার বাজারের উত্থানের। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ২০০৮ সালে সারা বিশ্ববাজারের সঙ্গে ভারতীয় বাজার যখন চরম পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল তখন কমোডিটি ক্ষেত্র, ক্রুড অয়েল বা কাঁচা তেল, সোনা, রূপা ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যাপক উত্থান ঘটেছিল। ক্রুড অয়েল ভারতের বাজারে পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় দেড়শো ডলারের কাছে। একইভাবে সোনা ৩৩ হাজারের ঘর ছুঁয়েছিল। সেদিক থেকে শেয়ার বাজার ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমোডিটি মার্কেট পতনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্রুড এবং সোনার দামও এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমশ নিচে আসছে। তাছাড়া ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে প্রতি ৭–৮ বছর অন্তর ভারতীয় শেয়ার বাজার বড় ধরণের কারেকশনের সম্মুখীন হয়। সেই হিসেবে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ২০০৮–এর মহা পতনের পর ২০১৬ হয়তো সেই বছর। এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ২০১৫–এর এপ্রিল থেকেই এই কারেকশন পর্ব মূলত শুরু হয়েছে। সেই ভাবে দেখলে হয়তো আর একটা কোয়ার্টারের পর টার্ন অ্যারাউন্ড আসতেই পারে বাজারে। বিদেশিদের কেনার দিকে এখন সাগ্রহে তাকিয়ে ভারত। গত শুক্রবার তারা অনেকদিন পর ভালো কিনেছে ভারতের বাজারে। আগামীতে তা অব্যাহত থাকলে লেট–২০১৬ মুখে হাসি ফোটাতেই পারে।

রাজ্যের স্বাস্থ্যবিভাগে ৬৩৬৮ স্টাফ নার্স

৬,৩৬৮ জন নার্স নেমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং সার্ভিসে, স্টাফ নার্স গ্রেড–টু পদে। জেনারেল নার্সিং ও মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা, বিএসসি নার্সিং ডিগ্রি এবং পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) কোর্স পাশ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শূন্যপদ : জেনারেল নার্সিং ও মিডওয়াইফারি (জিএনএম) : ৪,১৩৯টি (সাধারণ ১,৭০৮, তফসিলি জাতি ১,০৭৬ তফসিলি উপজাতি ২৯৭, বিসি–এ ৫৭১, বিসি–বি ৩১২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৭৫)।

বেসিক বি এসসি (নার্সিং) : ২,১০১টি (সাধারণ ৮৬৭, তফসিলি জাতি ৫৪৬, তফসিলি উপজাতি ১৫১, বিসি–এ ২৯০, বিসি–বি ১৫৮, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৮৯)। পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) ১২৮টি (সাধারণ

কাজের খবর

৫৩, তফসিলি জাতি ৩৩, তফসিলি উপজাতি ৯, বিসি–এ ১৮, বিসি–বি ১০, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৫)।

সকলের ক্ষেত্রেই ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্টাফ নার্স গ্রেড–টু পদের বেতনক্রম ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা। এই নিয়োগের অ্যারিজভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/SM/36(1)/2016.

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in

ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেমে (জিআরআইপিএস) অংশগ্রহণকারী যে–কোনও ব্যাঙ্কের শাখায় ফি জমা দেওয়া যাবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না।

এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের তরফে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। 'কর্মক্ষেত্র'য় পরে এই নিয়োগ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য জানানো হবে। তথ্যের জন্য চোখ রাখতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটিও।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

পুনর্নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ নং–১৭৭/জেড.পি./ফেরী/পুনর্নিলাম/১৬ তারিখ : ২৫/০১/২০১৬

এবং ২১০/জেড.পি./পুনর্নিলাম/আর.ভি.–৫/৮১/২০১৬ তারিখ : ২৮/০১/২০১৬

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ৪৩টি ফেরীঘাট ০১/০৪/২০১৬ থেকে ৩১/৩/২০১৭ এবং ১৬টি পুষ্করিণী / পুষ্করিণী জমিগুলি ০১/০৪/২০১৬ থেকে ৩১/০৩/২০১৯ বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য বিভিন্ন তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট / পুষ্করিণীর বিবরণ নিলামের তারিখ ও নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথা জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য www.zps24pgs.gov.in এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাক্ষর
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ।

১৪৭/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/০৩.০১.২০১৬

অভিজ্ঞ বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি চাই

আলিপুর বার্তার জন্য অভিজ্ঞ জেলা ভিত্তিক বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি প্রয়োজন। নাম, ঠিকানা, বয়স, অভিজ্ঞতা ও ছবি সহ বায়োডাটা পাঠাতে পারেন ই–মেল বা হোয়াটস অ্যাপে।

এছাড়াও বিশদ জানতে ফোনে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : 8013523095

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ ফেব্রুয়ারি – ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

মেষ : মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। নূতন বন্ধু লাভ। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতির যোগ। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনানুসারে কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের সন্দেহ মন থেকে ছুঁড়ে ফেলুন। ক্রোধকে সামলে চলার চেষ্টা করুন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি।

মিথুন : শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। ব্যবসা–বানিজ্যে লাভ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সতর্ক থাকবেন।

কর্কট : দেবগুরুর সহায়তায় আপনি অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

সিংহ : সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পুরনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হতে পারে। যোগাযোগ মূলক কাজে সফলতা আসবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা হতে পারে। শুভকাজে অর্থব্যয়।

কন্যা : নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও আপনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। ব্যবসা–সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাবে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

তুলা : মনের জোর বৃদ্ধি পাবে। কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। অযথা মাথা গরম করবেন না। চিন্তা করে কথা বলবেন। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। অনেকে হাটের দুর্বলতায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম পাবেন।

বৃশ্চিক : অতিরিক্ত দায়িত্বমূলক কাজগুলি আপনার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। খুব ধৈর্য ধরে আপনাকে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজের দ্বারা আপনি প্রশংসিত হবেন। শিক্ষায় একটু চেষ্টা করলে ভাল ফল পাবেন। সদ্ গুরু লাভের যোগ রয়েছে।

ধনু : অনেক সমস্যা থাকলেও আপনি সময় মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। চলাফেরায় সাবধান হতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। তেল ঝাল মশলা কম খান। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে শুভ নয়।

মকর : একটু চিন্তা–ভাবনা করে চললে ব্যবসায় লাভ পেতে পারেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। মনের কথা কাউকে না জানানই ভাল। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। শিরঃ পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। নূতন কোন ব্যবসায় এখন হাত দেবেন না। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

মীন : সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। অর্থ সঞ্চয়ে বাধার সৃষ্টি করবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। বেকারত্বের অবসান হবে। বয়স্করা বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন।

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন.আই.টি. নং 3/Kul/s24pgs/2016, 4/Kul/s24pgs/2016, 5/Kul/s24pgs/2016, 6/Kul/s24pgs/2016, 7/Kul/s24pgs/2016, 8/Kul/s24pgs/2016, 9/Kul/s24pgs/2016, 10/Kul/s24pgs/2016, 11/Kul/s24pgs/2016, 12/Kul/s24pgs/2016, 13/Kul/s24pgs/2016, 14/Kul/s24pgs/2016, 15/Kul/s24pgs/2016 তাং ০২/০২/২০১৬ এ ৬টি রাস্তা, একটি কালভার্ট ২টি টিউবওয়েল (বিধায়ক, বি.আর.জি.এফ ফান্ড, 3rd SFC), ২টি বাউন্ডারী ওয়াল, ১টি ICDS Centre, ১টি বিদ্যালয় নির্মান এর টেন্ডার ডাকা হয়েছে। টেন্ডার মেমো নং:–1/Kul/s24pgs/2016 (ই–টেন্ডার) Mid day meal এর প্লেট এবং গ্লাস সরবরাহ এর টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এর জন্য ২৮/০১/২০১৬ থেকে ১৮/০২/২০১৬, সন্ধ্যে ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং টেন্ডার মেমো নং 2/Kul/s24pgs/2016 (ই–টেন্ডার) ২টি ICDS Centre নির্মান এর জন্য ২৯/০১/২০১৬ থেকে ১৫/০২/২০১৬, সন্ধ্যে ৫টা পর্যন্ত কাজের দিনে শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে এবং বাকী সব মেমো নং এর জন্য ১০/০২/২০১৬ বেলা ৪.০০ টা পর্যন্ত শেষ সময় সীমা ধার্য করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন। ই–টেন্ডার–এর জন্য wbtenders.gov.in–এ যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

143/4/2/2016

OFFICE OF THE
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY
PIYALI TOWN,BARUIPUR,SOUTH 24 PARGANAS

ADVERTISEMENT
NIT NO: 10/BPS OF 2015-2016
MEMO NO: 43/BPS dt. 28.01.2016

Sealed tenders are invited from bonafide and experienced con-tractors and registered co-operative societies for construction OF 21(Twenty One) Number of 'A.W. Centresx' work under Baruipur Panchayat Samity.

A)	Date of Publishing :	03/02/2016 at 18.00
B)	Bid Documents Download Start Date :	03/02/2016 at 18.00
C)	Online Submission Start Date :	03/02/2016 at 18.00
D)	Submission of Hardcopy	
	(All documents including EMD & Tender cost):	16/02/2016 up to 71.00
E)	Technical Bid Opening Date :	17/02/2016 at 12 Noon

FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ES-TABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDER-SIGNED MAY BE CONTACTED

EXECUTIVE OFFICER
BARUIPUR PANCHAYAT SAMITY

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু।

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৪৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সরকারি উদাসীনতায় বাওয়ালীর মণ্ডল স্থাপত্যকলা ও মন্দির ধ্বংসের মুখে

কুনাল মালিক

পূর্বতন অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার বাওয়ালীতে ছিল মন্ডল জমিদারদের রাজত্ব। ১৮ শতকের কোনও এক সময় নদিয়া থেকে হরানন্দ মণ্ডল বাওয়ালীতে জমিদারি পত্তন করতে আসেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাসুদেব রায়। তিনি মোগল দরবারে চাকরি করতেন। তাঁর ছেলে রাধাশ্যাম। রাধাশ্যামের ছেলে শোভারাম শোভারাম হিজলী রাজ সরকারের অধীনে পাটোয়ারীর কাজ করে বজবজের নিকট চন্ডীপুর গ্রামে মণ্ডলের পদ পেয়েছিলেন। বংশানুক্রমিক শোভারাম থেকে হরানন্দ মণ্ডল প্রায় ১৫০ বছর এঁরা দিল্লির দরবারে কর্মচারী ছিলেন। মোগল সম্রাটের কাছ থেকে পাওয়া জাগীরদার। হরানন্দ মণ্ডল ছিলেন এই বংশের প্রথম জমিদার। তাঁর ছোটো ছেলে মানিক মণ্ডলের সময় থেকে এঁদের সমৃদ্ধি শুরু হয়। তাঁর সময়ে বাওয়ালীতে বর্গীর হানা হয়েছিল। তা প্রতিরোধ করেছিলেন মানিক মণ্ডল। বাওয়ালীর পূর্ব নাম ছিল সন্তোষপুর। মানিক মণ্ডলের স্ত্রী মুক্তকেশী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন। বাওয়ালীর জমিদাররা শ্যামসুন্দর বিগ্রহের নামেই এই জমির জমিদারী বজায় রাখতেন।

আজ আর সেই মোগলও নেই, জমিদারীও নেই। আছে শুধু তাঁদের নানা কীর্তি। মণ্ডল জমিদারদের তৈরি নানা মন্দির ও স্থাপত্য কলা আজও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও অধিকাংশ মন্দির ও স্থাপত্য নিদর্শন আজ সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে। বাওয়ালীর শ্রী রাধাকান্ত দেবের মন্দিরটি তৈরি করেন হরানন্দ মণ্ডল। ১১৭৮ সালে মন্দিরটি তৈরি হয়। টেরাকোটা কাজের অপূর্ব নিদর্শন মন্দিরের গায়ে শোভা পাচ্ছে। ১২০১ সালে তৈরি হয় গোপীনাথ জীউয়ের মন্দির। নচূড়া বিশিষ্ট মন্দিরটি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরের থেকে দেড়গুণ উচ্চতা বিশিষ্ট। আর রাধাবল্লভ জীউয়ের মন্দিরটি স্থাপিত হয় ১২৬৫ সালে। অষ্টধাতুর বিগ্রহ রাধারানী আর দুর্লভ কষ্টি পাথরে গড়ানো শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বিগ্রহ এখানে প্রতিষ্ঠিত।

জলটুঙ্গী নামে জমিদারদের একটি নাচমহল ছিল জলের মধ্যে। বড়পুলের কাছে তাঁর ভগ্নাবশেষ আজও শোভা পাচ্ছে। গ্রামের ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অপূর্ব সব মূর্তি। যা আজ ধ্বংস হতে চলেছে। বিজয় মণ্ডলের রাজবাড়িটি বর্তমানে এক ব্যবসায়ী কিনে নতুনভাবে সংস্কার করেছেন। সেখানে অবশ্য সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। এক সময় বাওয়ালীকে বলা হত গুপ্ত বৃন্দাবন। গঙ্গাসাগর মেলায় যাত্রার আগে সন্ন্যাসীরা এখানকার মন্দির দর্শন না করে কপিলমুনির দর্শনে যেতেন না।

বাওয়ালী জমিদারদের গোষ্টমেলা, রাস উৎসব, ঝুলন, রথ ছিল বিখ্যাত। প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, তাঁর ছেলে দানিবাবু, রসরাজ, অমৃতলাল এখানে যাত্রা করে গিয়েছেন। কালের পরিবর্তনে বাওয়ালীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তা–ঘাট–বাজার–বিদ্যালয় ঝাঁ চকচকে হয়েছে। কিন্তু মণ্ডল জমিদারদের অপূর্ব সব কীর্তি স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সরকারি উদাসীনতা ও মানুষের সচেতনতার অভাবে। বাওয়ালীর বাসিন্দা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় বলেন, বিষয়টি অবশ্যই ভাবনার। আমি পর্যটন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। বজবজ–২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায় বলেন, শীঘ্রই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ।

গোবরডাঙা উৎসব

কল্যাণ রায়চৌধুরী : চারদিন ব্যাপী গোবরডাঙা উৎসবের সমাপ্তি হল বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। গত ২৩ জানুয়ারি এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বনগাঁর সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত, পুর সংস্কৃতিক উন্নয়নের চেয়ারম্যান শংকর দত্ত সহ বিভিন্ন কাউন্সিলরসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রী স্থানীয় নাগরিকবৃন্দসহ প্রায় দশ হাজার মানুষের বিভিন্ন কার্টুন ও পোস্টার সহ শোভাযাত্রা ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। চারদিনের উৎসবে ছিল অঙ্কন, নৃত্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত, ক্যুইজ, ক্রীড়া ইত্যাদি প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাউল, রায়বেশে, মহিলা ব্যান্ড–এর মাদল প্রভৃতি। এছাড়া এবছর পঞ্চমবর্ষ পদার্পণে বিশেষ আকর্ষণীয় শিল্পীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, জি বাংলা খ্যাত অদিতি মুন্সি, সাইরাজ, দীপন, জয়তী চক্রবর্তী, আকাশবাণীর আশিস গিরি প্রমুখের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন সাংস্কৃতিক সভাপতি শংকর দত্ত ও মোহন চন্দের সুন্দর সঞ্চালনে সমগ্র অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ মনজ্ঞ হয়ে ওঠে।

ঘোঁজায় সুভাষ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সাতদিনব্যাপী গাইঘাটার ঘোঁজায় সুভাষ মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। উদ্বোধন করেন ঘোঁজা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কাশ্যপি। ২৬ জানুয়ারি সাহিত্য বাসরে সভাপতিত্ব করেন কবি বিপ্লব চন্দ। প্রধান অতিথি সাহিত্যিক বিভাস রায়চৌধুরী এবং অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী। সম্মাননা প্রাপক সাহিত্যিক নীলাদ্রি বিশ্বাস, সুভাষ চট্টোপাধ্যায় কবি গোবিন্দ পান্তি, ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, রবীন্দ্রনাথ তরফদার, প্রশান্ত সরকার প্রমুখ। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল চক্রবর্তীর পরিবার ও স্বজনবৃন্দ নীলাদ্রিবাবুকে মানপত্র সহ অন্যান্য উপহার দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন মেলা কমিটির সম্পাদক ডাঃ নিমাই সরকার। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি সুনীল রায়, অমৃতলাল বিশ্বাস, ভাস্কর মণ্ডল, ডাঃ সায়দুর রহমান, জয়দেব বিশ্বাস, ফজের আলি, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী নাথ প্রমুখ। সঞ্চালনায় সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। এছাড়া প্রতিদিন বিচিত্রানুষ্ঠান, বাচিক, বাউল, টুসু, ভাদু ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। সভাপতি স্মরজিৎ নাথ, প্রলয় চৌধুরী, কৃষ্ণপদ রায় প্রমুখের উদ্যোগে এবছর ২০ বছরে পদার্পণ করলো এই মেলা।

গড়িয়ায় চোলাই বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ তারিখ কাকভোরে গড়িয়ায় জলপোল থেকে ১ লক্ষ টাকার চোলাই ধরলো বারুইপুরের আবগারি দপ্তর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আবগারি আধিকারিক ও কনস্টেবলরা পৌঁছে যায় গড়িয়া জলপোলে। দূর থেকে দেখতে পায় একটি মারুতি গাড়ি। কনস্টেবলরা তাড়া করলে কারবারীরা গাড়ির চাবিটি সঙ্গে করে নিয়ে চম্পট দেয়। লড়ঝরে চোলাইয়ের জার বোঝাই গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। দেখা যায় গাড়ির ভিতরে কোনও বসার জায়গা নেই। কালো কাঁচ লাগানো রয়েছে বাইরে থেকে কেউ যাতে বুঝতে না পারে। ড্রাইভারের পাশে একটা সিট পিছনের দিকে চোলাই রাখার জন্য খালি রাখা হয়েছে বাইরে থেকে মনে হবে যাত্রীবাহী। আবগারি আধিকারিক বলেন চল্লিশ লিটারের জার তিরিশটি পাওয়া গিয়েছে যার মূল্য ১ লক্ষ টাকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা চোলাই সম্রাট পৈলানে সারদা গার্ডেন ও মন্দিরের পিছনে এক বিশাল কারখানা রয়েছে সেখানে উৎপাদন হয় চোলাই। আর সেই চোলাই সরবরাহ করা হয় সমস্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঘাঁটিগুলোতে।

রেল লাইনে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ৩০ জানুয়ারি শনিবার সকালে ক্যানিং শাখার তালদি চাঁদখালি এলাকায় রেল লাইনের ধার থেকে ৩ ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে রেল পুলিশ। মৃত ব্যক্তিদের নাম সুমন দাস (২৮), বাপি দাস (৩০), রণজিৎ সাহা (২৯)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বালিগঞ্জ কসবার বাসিন্দা ৩ জন আগের দিন চাঁদখালি গ্রামে সুরজিৎ দাসের মেয়ে সুমনের ভাগ্নির বিয়েতে আসে। এদের মৃতদেহের কাছ থেকে তিনটি মোবাইল ও কিছু মদের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ।

খাদ্যসাথী কার্ড বিতরণ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: গত সোমবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার বন্ধু মহল প্রাঙ্গণে যোগ্য পরিবারের হাতে খাদ্য সাথী কার্ড তুলে দেয় খাদ্য দফতর। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, ক্যানিং ১ বিডিও বুদ্ধদেব দাস, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, খাদ্য দফতরের আধিকারিক শ্যামলচন্দ্র খান প্রমুখ।

ক্যানিং–১ খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বলেন এই ব্লকে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৪৪টি কার্ড এসেছে। এই সমস্ত কার্ডগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ শুরু হল। ২ টাকা কেজি দরে এই সমস্ত পরিবারগুলি চাল, গম পাবে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষায়।

পিচের রাস্তা উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের ইঁটখোলা মোড় থেকে বাহিরবেলা পর্যন্ত প্রায় দেড় কিমি নবপিচের রাস্তার উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। শ্যামলবাবু জানান সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে নবপিচের রাস্তার নির্মাণের ফলে কয়েক লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। চলতি মাসে নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বস্তুত নয়া সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাস্তার উন্নতি অবশ্যই খানিকটা হয়েছে।

মৎস্য বাজার সংস্কার শুরু

বিশেষ সংবাদদাতা : ফলতা ৮৩ নং বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ''মৎস্য বাজার'' দীর্ঘদিন অবহেলায় ব্যবসার অনুপযোগী অবস্থায় পড়ে ছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতার দুর্দশার অবসান ঘটাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় ফলতা মৎস্য বাজার সংস্কারের কাজের শিলান্যাস করা হল গত ৩ ফেব্রুয়ারি।

এই কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতী মঞ্জু নস্কর, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ রনজিৎ মন্ডল, ফলতা থানা তপশীল আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান প্রবীর দাস এবং ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন–এর আইএনটিটিইউসি–র সম্পাদক দিলীপ কুমার বর্ম্মন সহ আরও অনেকে।

বহুদিন ধরে অনাদরে পড়ে থাকা মৎস্য বাজারটির উন্নয়ন খুবই জরুরি ছিল বলে জানিয়েছেন এলাকার মৎস্য ব্যবসায়ীরা। তাদের মতে এই বাজারের উন্নয়নের ফলে এলাকার অর্থনৈতিক মাপকাঠি পাল্টে যাবে।

সোনারপুরে তৃণমূলের কর্মী সম্মেলন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কর্মীদের সজাগ করতে সোনারপুর চাঁদমারী মাঠে ৩১ তারিখ রবিবার সকাল ১১টায় সম্মেলন শুরু করলেন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়। এই কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূলের সভাপতি ও কলকাতা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়, পর্যবেক্ষক ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, ক্যানিং পশ্চিম বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, উত্তরের বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম, রাজপুর টাউন সভাপতি শিবু ঘোষ, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, সোনারপুর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি তরুণ মন্ডল ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাধারণ সম্পাদক শক্তিপদ মণ্ডল। এই সম্মেলনে শোভন চট্টোপাধ্যায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন— মনে রাখতে হবে ২০১১ সালে আমরা যখন জিতে সরকার গঠন করলাম তখন কিন্তু রাজ্যে হাওয়া বইছিল পরিবর্তনের। স্লোগান ছিল আমাদের বদলা নয় বদল চাই। মানুষ চাইছিল সিপিএমের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হয়ে একটা নতুন পরিবর্তন হোক।

এবারে আমাদের স্লোগান হবে উন্নয়নের খতিয়ান। মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের বার্তা। মাত্র সাড়ে চার বছরে আমরা যা যা উন্নয়ন করেছি তার খতিয়ান দিতে হবে সাধারণ মানুষদের। প্রতিটি ব্লকে ছোট ছোট করে উন্নয়নের বার্তা দিয়ে পথ সভা করতে হবে কারণ মনে রাখতে হবে একটা ভোটও যেন না পায় সিপিএম ,বিজেপি ও কংগ্রেস। সিপিএমের, কোমর ভেঙে গিয়েছে, এবারে কোমায় চলে যাবে।

একই দিনে গড়িয়ার ১১১নং ওয়ার্ডের শ্মশান উদ্বোধন করলেন অরূপ বিশ্বাস ও শোভন চট্টোপাধ্যায়। খুব সুন্দরভাবে এই শ্মশানটিকে সাজানো হয়েছে। একটি পুকুরের সংস্কার হয়েছে সতী স্বামীকে নিয়ে আছে একটি মূর্তি। এছাড়া বাগান শিব–কালী মন্দির ও মৃত ব্যক্তিদের দাহ করার জন্য পরিবারের লোকজনদের প্রতীক্ষালয় তৈরি হয়েছে মোট এক কোটি টাকা খরচ করে।

মাধ্যমিকে দেদার গণটোকাটুকি

অভিক মিত্র, রামপুরহাট : ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ হয়েছে ২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ৩ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাটে ঘড়ি ও মোবাইল ফোন সমেত এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। এ বছর জেলায় মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ১০৮টি। দুবরাজপুর কেন্দ্রের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মোট ২২০০ জন পরীক্ষা দিচ্ছে তার মধ্যে ১১৭২ জন ছাত্র, ১০২৮ জন ছাত্রী। একজন অন্ধ পরীক্ষার্থী লেখকের সাহায্যে পরীক্ষা দিচ্ছে। চিনপাই বিদ্যালয়ে ২৬৫ জন তাপবিদ্যুৎ বিদ্যালয়ে ৩২৪ জন, দুবরাজপুর আরবিএসডি বিদ্যালয়ে ৩৯৫ জন পরীক্ষা দিচ্ছে। ২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা থেকে ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত লোডশেডিং ছিল চিনপাই গ্রামে। এর ফলে বিপাকে পড়ে পরীক্ষার্থীরা। দ্বিতীয় দিনে নলহাটি ও রামপুরহাটের বিদ্যালয়ে চলে দেদার গণটোকাটুকি। নলহাটির ভাগলদিঘি বিদ্যালয়ে বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয় সিভিক ভলান্টিয়ার মিলন কুমার চন্দ্র। টুকলি সরবরাহ করার অভিযোগে ১৫ জনকে আটক করা হয়েছে। পরে ব্যক্তিগত মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পায় আটক ব্যক্তিরা।

আনন্দ সংবাদ

ভর্ত্তি চলিতেছে

আনন্দ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাওয়ালী যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

যুব কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

স্থান : বাওয়ালী সখের বাজার

(রেশন দোকানের উপরে)

ভর্তি চলিতেছে IT, DTP, FA

MULTI MEDIA এবং HARDWARE

সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সে।

যোগাযোগ : 9831654316/9674267423

স্কুল ছাত্র–ছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণের প্রশিক্ষণের সঠিক ঠিকানা

UNIQUE COMPUTER TRAINING CENTER

1. School Level. 2. Print Magic

3. Game & Computer Accessories

4. Basic & Computer Knowledge

K.G–1 থেকে ছাত্র–ছাত্রীদের শেখার সুব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ : – 9831654316/9674267423

স্থান : বাওয়ালী সখের বাজার (রেশন দোকানের উপরে)।

বিঃ দ্রঃ — স্পোকেন ইংলিশ এর ব্যবস্থা আছে।

মহানগরে

এনসিসি–র অভিনব পরিচ্ছন্ন উদ্যোগ

বিশেষ প্রতিনিধি : জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর (এনসিসি) কলকাতা–বি গ্রুপের ক্যাডেটরা রবিবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির মূর্তি পরিষ্কার করে তাঁর প্রয়াণদিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানায়। এসপ্ল্যানেডের কাছে মেয়ো রোড ক্রসিং–এ মহাত্মা গান্ধির যে মূর্তি রয়েছে, সেখানে আবর্জনা, ধুলো–বালি, ফেলে দেওয়া জলের বোতল এবং ব্যবহৃত চায়ের কাপ ইত্যাদি জঞ্জাল সাফাই করে মূর্তি সংলগ্ন পুরো জায়গাটিকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে তোলে। এছাড়াও, কলকাতা শহরে মনীষীদের যে সমস্ত মূর্তি রয়েছে তা পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখা ও উপযুক্ত দেখভালের বিষয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা প্রসারে ক্যাডেটরা শপথ গ্রহণ করে। মনীষীদের প্রতি নবপ্রজন্মের এই আন্তরিকতা উল্লেখযোগ্য। এতকিছু

সত্ত্বেও এখনও এই মহানগরীতে বহু মনীষীর মূর্তি চরম অবহেলায় পড়ে রয়েছে। এদিকেও এনসিসি এবং অন্য সংগঠনের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নবরূপে সরশুনা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বরুণ মণ্ডল

গত প্রায় ৩০ বছর যাবৎ মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকা গ্রামের একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থানীয় বিধায়কের উপর্যুপরি প্রচেষ্টায় পুনরায় প্রাণ ফিরে পেল। বেহালার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নব নামাঙ্কিত 'সরশুনা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে'র (প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসালয়) সাম্প্রতিক সময়ের তৃতীয় পর্যায়ের ক্রমোন্নয়ের উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বেহালা পশ্চিমকেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষা ও পরিষদীয় মন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রী উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, কমবেশি ছ'বিঘা ক্ষেত্রমান বিশিষ্টের এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ২০০১ সালে আমার প্রথম দর্শনের সময় একটি অন্ধকার পোড়ো বাড়ির মতো অবস্থায় পড়েছিল। পরিষেবা তেমন কিছুই পাওয়া যেতো না। আর আজকে গত সাড়ে চার বছরে ক্রমোন্নয়ের মধ্যে এক উচ্চমার্গের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমিতে স্থানীয় ইমারতি ব্যবসায়ীদের কাঁচামাল রাখা থেকে দখলমুক্ত করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চতুর্দিকে পাঁচিল দেওয়া হয় ও গেট লাগানো হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও 'হেলথ কেয়ার মিশনে'র (হাওড়া) সঙ্গে 'পিপিপি মডেল ডায়গনস্টিক সেন্টার' যেখানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে খোলা বাজার থেকে অনেক কম পয়সায় এক্স–রে, প্যাথোলজি, ইসিজি (ইলেকট্রোকারডিওগ্রাফি), আল্ট্রাসাউন্ড, আল্ট্রাসনোগ্রাফি বা স্ক্যানারের সুব্যবস্থা রয়েছে। আর বর্তমানে ২৯ জানুয়ারি রোগী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে পাঁচটি কাজের উদ্বোধন হচ্ছে। প্রথমত, ২৪ ঘন্টা পরিষেবাসহ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ১৪ বেড বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ঝকঝকে নয়া ভবন নির্মাণ। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রোপচার ও নবজাতক বিভাগসহ পুরনো ভবনটির সংস্কার। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আভ্যন্তরিন ঢালাই সড়ক নির্মাণ। চতুর্থত, আধুনিক সুলভ শৌচাগার নির্মাণ এবং পঞ্চমত, মাদার ডেয়ারি দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্র ও রেলওয়ে টিকিট বুকিং কেন্দ্র স্থাপন। পার্থবাবু এরই সঙ্গে বলেন, আগামী দিনে এখানে একটি 'ন্যায্যমূল্যে ওষুধ বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

পার্থবাবু জানান, ১০০ টাকার ওষুধ এখন মাত্র ২৫ টাকায় পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর হাসপাতালের ন্যায্যমূলের ওষুধের দোকান থেকে। এছাড়া

বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে এখন সমস্ত রকমের স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের ইচ্ছা আর স্থানীয় সরশুনাবাসীর সহযোগিতায় এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া আমাদের করতে হবে। এরই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে পার্থবাবুর ঘোষণা বেহালায় পলিটেকনিক কলেজ হচ্ছে, সরকারি জেনারেল ডিগ্রি কলেজ হচ্ছে, আর এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পূর্বপাড়ের উদ্বৃত্ত কমবেশি দু'বিঘা জমিতে একটি 'বিএড কলেজ' গড়ে তোলারও পরিকল্পনাও রয়েছে। দীর্ঘ সাড়ে আট বছর এ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ব্লক মেডিকেল অফিসার ডাঃ কমলিকা মজুমদার এক সাক্ষাৎকারে জানান, বর্তমানে এখানে মাইনর স্টিচ, নরমাল ডেলিভারি ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। পাশে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে সিজারের সুব্যবস্থা রয়েছে। তাই এখানে সে ব্যবস্থা নেই। রবিবার 'আল্টাসনোগ্রাফি' (ইউএসজি) হয়ে থাকে। স্থানীয় বামপন্থী পুরপ্রতিনিধি নিহার ভক্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, 'সামান্য একটা কাজকে অসামান্য একটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় বিধায়ককে ধন্যবাদ। বিদ্যাসাগরের পরিবর্তে এখানে সমস্ত পরিষেবা পাবে এটা খুবই উপযোগী।' যে মিত্তির পরিবারের দান করা কমবেশি ছ'বিঘা জমির ওপর আজকের এই সরশুনা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সেই কাঠের আসবাবপত্র ব্যবসায়ী অপূর্বকৃষ্ণ মিত্রের পরিবারের বর্তমান প্রবীণ সদস্য তরুণ মিত্র জানান, আমার ঠাকুরদা অপূর্বকৃষ্ণ তৎকালীন ম্যালেরিয়া ও কলেরা অধ্যুষিত এই সরশুনা গ্রামে একটি স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে তাঁর মা প্রসন্নময়ীর স্মৃতি রক্ষার্থে জমিটি দান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী সমৃদ্ধ করেন পুরশিক্ষা দফতরের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, বরো–১৪–র অধ্যক্ষ মানিকলাল চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অসীম দাস মালাকার, জেলার সহ স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুব্রত রায়, বিদ্যাসাগর হাসপাতালের সুপার উত্তম মজুমদার, ডিসি(সাউথ) রশিদ মল্লিক খান, ঠাকুরপুকুর মহেশতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুষমা হাইত, এই পঞ্চায়েতের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) মোহিনী মুখোপাধ্যায়, সচিব শক্তি মণ্ডল, অধ্যক্ষ শুভঙ্কর ত্রিপাঠী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ৬ ফেব্রুয়ারি – ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

চাই নারী নির্যাতন মুক্ত বাংলা

বাম আমলে ১৪ বছর জেল খাটার পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে হেতাল পারেখ হত্যা মামলায় শেষ ফাঁসি হয়েছিল ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের। সেই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জায়া মীরাদেবী ফাঁসির সপক্ষে সরব হয়ে পথে নেমেছিলেন। খুব সম্প্রতি নারী নির্যাতন ও হত্যার মামলায় ফাঁসির আসামি হয়েছে মোট ১৪ জন।

পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে প্রয়াত সুজেটকে নিয়ে একসময় রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়েছিল। পরবর্তীকালে কামদুনি থেকে কাকদ্বীপ উত্তাল হয়েছে নারী নির্যাতন ও হত্যার বর্বরতা নিয়ে। এক্ষেত্রে কামদুনি কাণ্ডকে মাইল ফলক বলা যেতে পারে। মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতি কামদুনি মামলায় ৩ জনের ফাঁসি ও বাকি ৩ জনের আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে নদিয়ার ঘটনায় ১১ জনের মৃত্যুদণ্ড আইনের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের নেপথ্যে নানা ধরনের অনুঘটক কাজ করছে। কোনও কোনও ব্যবসায়িক সংবাদমাধ্যম যেভাবে দিনের পর দিন অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ফোন নম্বর সহ বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে তা ভদ্র সমাজের কলঙ্ক। বঙ্গ সংস্কৃতিতে এই ধরনের অপরাধপ্রবণ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার নজির বটতলার সাহিত্যেতেও খুঁজে পাওয়া যেত না। দুঃখের বিষয় ওই সমস্ত সংবাদপত্র নিজেদের বঙ্গ সংস্কৃতির ধারক–বাহক বলে জাহির করে থাকে।

যে সমস্ত দেশে নারী নির্যাতনের শাস্তি হিসেবে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় সেই সব দেশ বা সমাজে নারী নির্যাতন বিরল। প্রতিবেশী পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তানে এমন নজির দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার সুস্থ সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে একদিকে যেমন কঠোর আইন প্রয়োজন ঠিক তেমনই প্রয়োজন বুদ্ধিজীবী সমাজের সুস্থ ভূমিকা। সাহিত্য সংস্কৃতির স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, ছাত্র আন্দোলনের নামে বিকৃত হোক চুম্বন মানসিকতা কঠোর হাতে বন্ধ করা প্রয়োজন। সমাজটা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির বিকৃত ভাবনার ফসল হতে পারে না। রাজনীতি মুক্ত প্রশাসন এবং চাপ মুক্ত বিচার ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার সহায়ক। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই কঠোরতম নিদর্শন নিশ্চয়ই অনন্যতার দাবি রাখে। রাজনৈতিক দলগুলির মনে রাখা উচিত মানুষের জন্যই তাদের বাড়বাড়ন্ত। মানুষের নিরাপত্তা কিছু অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির হাতে তুলে দিলে আখেরে দলেরই ক্ষতি, ভাবমূর্তি ভেঙে পড়বে দলের নেতা নেত্রীদের। রাজনীতির স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে প্রতিটি দল থেকেই নারী নির্যাতনকারী কর্মীদের বহিষ্কার করা প্রয়োজন। বাংলার মানুষ সেলাম জানাবে সেইসব নেতা নেত্রী ও দলকে যারা বাংলার মা বোনের সম্মান বজায় রাখতে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের উর্দ্ধে উঠতে পারবে। বাংলা অন্তত নারী নির্যাতনের মতো ঘটনায় যাতে বারংবার কলঙ্কিত না হয়, সারা ভারত সারা বিশ্বের কাছে তার দায় এবং দায়িত্ব সাধারণ মানুষের মতো রাজ্যের দায়িত্বশীল প্রশাসক ও রাজনীতিকদের।

অমৃত কথা

পরমহংসদেবের কালী মানে আলাদা। বেদে যাঁকে পরমব্রহ্ম বলে–তিনি তাঁকেই কালী বলেন। মুসলমান যাঁকে আল্লা বলে–খ্রিস্টান যাঁকে গড বলে–তিনি তাঁকেই কালী বলেন। তিনি অনেক ঈশ্বর দেখেন না, এক দেখেন। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে গেছেন, যোগীরা যাঁকে আত্মা বলেন, ভক্তেরা যাঁকে ভগবান বলেন, পরমহংসদেব তাঁকেই কালী বলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, একজনকার কাছে একটা গামলা ছিল। যে তার কাছে কাপড় ছোপাতে আসত, সে তাকে জিজ্ঞেস করত তুমি কোন্ রঙে ছোপাতে চাও? লোকটি যদি বলত সবুজ রঙ তা হলে কাপড়খানা গামলার রঙে ডুবিয়ে বলত, এই নাও তোমার সবুজ রঙ ছোপান কাপড়। যদি কেউ বলত লাল রঙ, তা হলেও সেই গামলায় ছুপিয়ে বলত, এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়। এইরকম হলদে নীল প্রভৃতি যে যা রঙ চাইতো সে সেই এক গামলায় ডুবিয়ে সেই সেই রঙ করে দিত। একজন

লোক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে বলল, আমি কি রঙ চাই বলব? তুমি নিজে যে রঙে ছুপেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' সেইরকম পরমহংসদেবের সব ভাব আছে, সব সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে শান্তি ও আনন্দ পায়, তাঁর যে কি ভাব কি গভীর অবস্থা কে বুঝবে?

একটাতে দৃঢ় হও, হয় সাকারে–নয় নিরাকারে। দৃঢ় হলে তবে ঈশ্বর লাভ হবে–নচেৎ নয়। দৃঢ় হলে সাকারবাদীতেও ঈশ্বর লাভ হবে–নিরাকারবাদীতেও ঈশ্বর লাভ হবে। মিষ্টি রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগবে।

রাখাল যখন গরু চরাতে যায়, তখন সব গরু মাঠে গিয়ে এক হয়ে যায়, আবার যখন সন্ধ্যাবেলায় নিজের ঘরে যায়, তখন সব আবার ভিন্ন হয়ে যায়। নিজের ঘরে আপনাতে আপনি থাকে।

যতক্ষণ দুই জ্ঞান (অর্থাৎ আমি তুমি–এই দ্বৈতবোধ) ততক্ষণ মায়া। পরে দুই গিয়ে যখন এক জ্ঞান মাত্র থাকে, তখনই ঠিক জ্ঞান অথবা ব্রহ্মতে অবস্থান হয়েছে বুঝতে হবে।

সাকার এবং নিরাকার কিরূপ জানো? যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে–তখনই সাকার, আর যখন গলে জল হয়–তখনই নিরাকার।

জ্ঞানের দুটি লক্ষণ আছে। প্রথম কূটস্থ বুদ্ধি, দ্বিতীয় পুরুষকার। কূটস্থ বুদ্ধি কিনা হাজার দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, বিঘ্ন হোক না কেন নির্ব্বিকার, যেমন কামারশালার নাই–যার ওপর হাতুড়ি পেটে। আর পুরুষকার কিনা–খুব রোক। কাম, ক্রোধ আর অনিষ্ট করছে তো তাদের একেবারেই ত্যাগ। যেমন কচ্ছপ যদি হাত পা ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় তো চারখানা করে ফেললেও আর বার করবে না।

যিনি সাকার–তিনিই নিরাকার, ভক্তের কাছে তিনি সাকাররূপে আবির্ভাব হয়ে দর্শন দেন। যেমন মহাসমুদ্রে কেবল অনন্ত জলরাশি, কুলকিনারা কিছুই নেই, কেবল কোথাও কোথাও বেশি ঠান্ডায় জলে গিয়ে বরফ হয়েছে দেখা যায়। সেইরকম ভক্তের ভক্তি হিমে সাকাররূপ দর্শন হয়। আবার সূর্য্য উঠলে যেমন বরফ গলে যায় ও আগের মতো যেমন জল তেমনি হয়। জ্ঞান সূর্য্য উদয় হলে সেই সাকাররূপ বরফ গলে জল হয়ে যায় ও নিরাকার হয়।

যেমন কোনও কোনও লোক আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বসে থাকে, যেন কেউ টের না পায়। আবার কোনও কোনও লোক একটা আম পেলে টুকরো টুকরো করে তা সকলকে একটু একটু দিয়ে খায়। ভক্তও সেইরকম দুই প্রকারের।

যারা শিষ্য করে বেড়ায় তারা হালকা থাকের লোক, আর যারা সিদ্ধাই অর্থাৎ নানারকমের শক্তি চায়, তারাও হালকা থাকের লোক।

নির্গুণ ব্রহ্মও যে বস্তু সগুণ ঈশ্বরও সেই বস্তু। যেমন আমি এক সময় দিগম্বর আবার এক সময় সাম্বর।

মিথ্যা সিবিআই তদন্ত, মিথ্যা বিচার ব্যবস্থা, মিথ্যা সারদা কেলেঙ্কারি : সত্য শুধু মদন মিত্রের পুনরায় জয়

নির্মল গোস্বামী

তৃণমূল নেতা তথা সাংসদ এবং অধ্যাপক সৌগত রায় সেদিন গর্বিত ভাবে কর্মিসভার মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন কামারহাটিতে মদন মিত্রই ঘাসফুল প্রার্থী। কে কত বড় মদন ভক্ত তা প্রমাণ করবার জন্য সভায় যেন হাততালির প্রতিযোগিতা শুরু হল। হবেই তো এতো বড় সুখবর যেন ভরা শীতে মধু বসন্ত এনে হাজির করল। প্রাণের স্ফূর্তি মনের আনন্দ যেন আর ধরে না, তাই হাততালি যেন আর থামতেই চায় না। আর প্রফেসর নেতার মুখে বিজয়ীর হাসির রেখা কারণ দলের এতো বড় সুখবরটা তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন।

মমতা, মদন, মুকুল তৃণমূলের 'তিনমূল' এ কথা সকলেই জানে। তাহলে মদন তৃণমূলের প্রার্থী হবে এতে এত হর্ষের কি আছে? আর সভায় ঘোষণা করার প্রয়োজনটাই বা পড়ে কেন? পড়ে এই জন্যই যে সাধারণ মানুষ থেকে কর্মী সমর্থক সকলেই এত দিনে জেনে ফেলেছেন যে কুণাল আর মদন এমন ভাবে সারদা মামলায় জড়িয়েছে যে সহজে রেহাই পাবে না। জামিন পেলেও তারা যে দোষী তা দেশবাসী জেনে গিয়েছেন। তাই কিছুদিন আগে নেত্রী জনসভায় বলেছিলেন যে কেউ চুরি করলে দল তার দায় নেবে না। কুণাল ঘোষকে ধরছে রাজ্যের পুলিশ আর সিবিআই ধরেছে মদন মিত্রকে। ফলে সাধারণ ন্যায়নীতি বোধ থেকে রাজ্যের মানুষ ভেবেছিল এরা আর নিশ্চয় তৃণমূলের দলের কর্মী থাকবে না। এদের দলে নিয়ে দিদি কেন কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেড়াবে।

তাই একথা বলা যায় যে সাধারণ মানুষের যা নীতি জ্ঞান বলছে জীবনে যে নীতিকে তারা লালন করে আমাদের রাজ্যের নেতাদের সেটুকুও নেই। আমরা আজ যা বলি পরদিন তার বিপরীত বলতে পারি না। লজ্জা হয়, মিথ্যাবাদী বলবে লোকে। কিন্তু নেতারা ২৪ ঘন্টা নয়, ১২ ঘন্টাই পালটি খায়। তাদের লজ্জা বোধ নেই।

তৃণমূল নেতারা একটাই যুক্তি দেবে তারা বলবে কই মদন তো আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়নি, ফলে তাঁর দাঁড়াতে বাধা কোথায়?

এখানে একটা কথা খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে যে মদন মিত্র শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তানের জেলে বন্দি নয়। মমতার রাজত্বে তারই জেলে বন্দি। দেশের তদন্ত সংস্থা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে

তদন্ত করছে। যে দেশেকে চালাবার জন্য (আইনের পথে) নেতা মন্ত্রীরা শপথ নিয়েছে। সেই দেশের আইন শুধু মেনে চলবে নয়, দেশের জনগণও যাতে দেশের আইন মেনে চলে তার প্রতি সতত সতর্ক নজর থাকবার কথা নেতাদের। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার শাস্তি হবে। সিবিআই যদি বিনা কারণে মদন মিত্রকে ধরত তাহলে দেশের বিচার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই তাকে জামিন দিত। তৃণমূল দল লক্ষ লক্ষ টাকা ফি দিয়ে দেশের সব থেকে দুঁদে উকিলকে এনেছে দিল্লি থেকে। তবুও আদালত মদন মিত্রকে জামিন দেয় নি। এখানে বুঝতে হবে সিবিআই তাদের অফিসের লকআপে মদনকে বন্দি করে রাখেনি। সিবিআই কতগুলি তথ্য প্রমাণ তুলে ধরেছে আদালতে। আদালত মনে করেছে এই তথ্যের ভিত্তিতে মদন মিত্রের জামিন পাওয়া উচিত নয় তাই জামিন পায় নি। অর্থাৎ তিনি দোষী আপাতদৃষ্টিতে। যেমন কুণাল দোষী। কুণালকে রাজ্যের পুলিশ ধরেছে বলে যে দোষী তাকে দল ছেঁটে ফেলতে চাইছে আর মদনকে সিবিআই ধরেছে বলে যে সে দোষী নয় ইচ্ছা করে সিবিআই তৃণমূল নেতাকে ধরেছে এই যুক্তি খাটে কি? একই রাজ্যের একই বিচার ব্যবস্থায় একই আইন মোতাবেক বিচারে উভয়েই জেল খাটছে এখানে দুই রকম বাক্য আসবে কেন?

সিবিআই তো মুকুলকেও ডেকেছিল কিন্তু তাকে তো বন্দি হতে হল না। মুকুল দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি সিবিআই ধরে তাহলে মদন তো চুনোপুটি নেতা, দিল্লিতে কেউ চেনে না। ধরতে হলে মুকুল আর মমতাকে ধরলেই তো আসল কাজ হত। তৃণমূল দলটাই ভেঙে যেত। সিবিআই ইচ্ছাকৃত ভাবে ডাকতে পারে ইচ্ছা মতো, কিন্তু তথ্য প্রমাণ না পেলে তো আদালত তাঁকে ছেড়ে দেবে।

সারদা নামে এক কোম্পানি দেশের মানুষের কাছ থেকে লক্ষ কোটি টাকা তুলছে এটা সত্য। সারদার মালিকের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এটাও সত্য। কুণাল সারদার টিভি চ্যানেলে কাজ করত, তাকে এমপি করেছে মমতা এটা তো আরও সত্য। সারদার থেকে মাইনে নিয়েছে এমন ডজনখানেক এমপি আছে তৃণমূলে এটা সত্য। গ্রামে গঞ্জে বহু তৃণমূল কর্মী এজেন্ট হিসাবে সারদায় কাজ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত একথাও সত্য। আর শুধু মদন মিত্রকে দেশের আদালত বন্দি করেছে এটা মিথ্যা যা ভিত্তিহীন হয়ে গেল। মনে রাখতে হবে রাজ্য সরকার আলাদা তদন্ত করেছিল। কিন্তু সুদীপ্ত, দেবযানী আর কুণাল ছাড়া কাউকে দোষী খুঁজে পায়নি।

এ হেন দোষী মদনকে প্রার্থী ঘোষণা করে তৃণমূল নেতারা কি বার্তা দিল সমাজের কাছে। সেটাই আজ বিবেচ্য বিষয়। অতীতে জেল বন্দি নেতা কংসারী হালদার (সিবিআই) কৃষকদের স্বার্থে তেভাগা আন্দোলনে নেতা হিসাবে জেলবন্দি থেকে নির্বাচনে জিতে ছিলেন। তিনি এমপি হয়েছিলেন? কিন্তু তিনি ছিলেন রাজনৈতিক বন্দি, সেটা গৌরবের। আর মদন মিত্র চোরের উপর বাটপারি করে জেলবন্দি। চোরকে চুরি করতে উৎসাহ যুগিয়ে জেলবন্দি। দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাও যে অর্থ সরকারি অর্থ হয়। গরিব সাধারণ মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে করা রোজগার। সেই অর্থ আত্মসাৎ করার সক্রিয় চক্রী একজন। সেই তাকে আবার জনসেবার জন্য মনোনয়ন দিচ্ছে তৃণমূল দল। জনগণের কাছে গিয়ে নিশ্চয় বলবে না যে মদন অন্যায় করেছে তোমরা জনগণ এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। এই কথা বলে ভোট চাওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। জনগণ ক্ষমা করবে কিনা সেটা তাদের বিষয় কিন্তু দল তা বলবে না। দল বলবে মদন মিত্রকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে এই চক্রান্তের জবাব দিতে বন্ধুগণ মদন মিত্রকে ভোট দিন। এবং প্রার্থীও জিতবে। কারণ এই বিশ্বাস তৃণমূলের আছে বলেই মদন মিত্রকে দাঁড় করাচ্ছে। যদি হারে তাহলে প্রমাণিত হবে যে জনগণ মদন চোর এটা বিশ্বাস করেছে। আর বিপরীত দিকে একটা অপরাধী যদি ভোটে জিততে পারে তাহলে তার সাত খুন মাফ হয়ে গেল। দলের এবং জনগণের কাছে। আদালত নয়, ভোটের ময়দানকেই নেতারা নিরপরাধ মানার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিতে চাইছে কারণ আমাদের রাজ্যে ভোটটা ন্যায় নীতি রাজ্যের উন্নয়নের মাপকাঠিতে হয়না। হয় ম্যানুপুলেটের দ্বারা। এই ম্যানুপুলেটটা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুভাবেই হয়। বুথ দখল বা ছাপ্পা ভোট দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করা হয় আবার ভোটের দিন বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করা হয়।

একথা আমাদের জানা যে যারা আইন তৈরি করে তারাই আইন ভাঙতে বেশি ভালবাসে এবং এই কাজে তারা বিশেষ ভাবে পারদর্শীও। কারণ আইন ভাঙার পারিপার্শ্বিকতা তাদের অনুকূল থাকে। সাধারণ মানুষের তা তা থাকে না এবং তারা তা চায়ও না। সত্যের পথে চলে জীবন জীবিকা নির্বাহ করব এটাই থাকে প্রাথমিক ঘোষণা। কিন্তু পদে পদে রাষ্ট্রের পরিচালক যারা, যারা সরকার চালায় সুবিধা পাবার জন্য দল নেতাদের দ্বারে হত্যে দিতে হয়। আর তার সুযোগে এই সব নেতারা ভোটকে নিজেদের অনুকূলে আনবার সুযোগ পায়। সেই সুযোগের বলে বলিয়ান হয়ে তারা নানান দুষ্কর্ম করেও নেতা হয়।

নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হয়। যেমন মদন মিত্র আর একবার হতে চলেছে। জনগণ যদি একবার সব কিছু ভুলে রুখে দাঁড়ায়। একবার যদি বলতে পারে যে জেলখাটা আসামীকে ভোট দেওয়া মানে নিজেকেই অপমান করা। যদি হারাতে পারে তবেই এই সব নেতাদের জ্ঞান হবে। তখন এরা জনগণকে সম্মান জানাতে বাধ্য হবে। নচেৎ মদন মিত্র জিতে মানবতাকে হারাবে। বাংলার সংস্কৃতিকে হারাবে। ন্যায় নীতি লজ্জায় মুখ লুকাবে। আর দুষ্ট রাজনীতির দাপটে সমাজ দ্রুত রসাতলের দিকে ধাবিত হবে। এখন অপেক্ষা কার জয় হয়।

সমকামিত্ব ৩৭৭ ধারা সামাজিক সম্পৃশ্যতা

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

'সমকাম' সমকামিতা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায় 'সমকামমূলক সম্পর্ক অপরাধ কিনা সেই বিতর্ককে জিইয়ে রাখল। প্রধান বিচারপতি টিএস ঠাকুর বিচারপতি এ আর দাভে এবং বিচারপতি জে এস কেহরের তিন সদস্যের বেঞ্চ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার বৈধতা নিয়ে রায়দানে উল্লেখ করেছে, বিষয়টি যেহেতু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত সেহেতু পাঁচ সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই ধারার যৌক্তিকতা বিচার করবে।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ষোড়শ অধ্যায়ে ৩৭৭ ধারা যুক্ত করা হয়েছিল ১৮৬০ সালে। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার মনে করেছিল প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে যৌন সম্পর্ক সুস্থ সমাজ জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে বেমানান। এই সময় সমকামিত্বের যৌন সম্পর্ককে ফৌজদারি অপরাধ বলে গন্য করা হয়। হিন্দু–মুসলিম–খ্রিস্টান ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী সমকামিত্ব শুধুমাত্র সামাজিক অপরাধ নয় পাপও বটে। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা বা ধর্মীয় সংস্কারের বাইরে সামকামিত্ব বিচারটি এক গোপনীয় সম্পর্ককে ইঙ্গিত করে। বাৎসায়নের কামসূত্রে সমকামিত্বের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিশোর বয়সে এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মাস্টারমশাইয়ের সাথে ছাত্রের অথবা দিদিমণির সাথে ছাত্রীর, কিংবা বন্ধুতে বন্ধুতে এই যৌন আবেগমূলক গোপনীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে মায় সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এই ধরনের অস্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে গিয়েছে। বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড সমকামি সম্পর্কের জন্য কম লাঞ্ছনার শিকার হন নি। এমন কি তার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। উনিশ শতকে বাংলাদেশে কোনও কোনও বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সমকামি সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমকামি সম্পর্ককে আইনি স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক মেনে নিতে বাধা কোথায়?

২০০৯ সালে দিল্লি হাইকোর্ট রায় দেয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অসাংবিধানিক। হাইকোর্টের বিচারপতিদের যুক্তি ছিল যে, যে সময় এই আইনটি রচনা করা হয়েছিল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এই আইনের যৌক্তিকতা থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতি সামাজিক জীবনে বহুত্ববাদী চিন্তাভাবনা রুচি সাংস্কৃতির যে পরিবর্তন হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে সমকামিতা অপরাধ–আইনটি অসাংবিধানিক। এই রায়ের ফলে লেসবিয়ান–গে–বাইসেক্সচুয়ালিটি–ট্রান্সজেন্ডার গোষ্ঠীরা তাদের যৌন সম্পর্ককে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেবার দাবি জানিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। সামাজিক অবক্ষয়ের অভিযোগ তুলে মেয়ে পুরুষদের সমকামি সম্পর্ককে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে ঔপনিবেশিক আইন অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়ে যে আছে তার পরিবর্তন দরকার। অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে সমকামি সম্পর্ককে আইনি স্বীকৃতি নিয়ে গণভোটের দাবি উঠেছে। আইনসভায় বিল আনা হয়েছে। ভারত তা হলে পিছিয়ে থাকবে কেন?

গত বছর কংগ্রেসের লোকসভার সদস্য শশী থারুর সমকামিত্ব অপরাধ নয় বা সমকামি সম্পর্কিত সব বিল বেসরকারিভাবে পেশ করেছিলেন। বিজু জনতা দলের সাংসদ তথাগত শতপথি এই বিলকে সমর্থন করেছিল। থারুরের বক্তব্য ছিল সমকামি সম্পর্ককে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে তাদের ওপর পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে সমকামিত্ব নিয়ে আইন সভায় আইন প্রণয়নের দরকার। এই বিলকে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করে। কংগ্রেসের অপর সদস্য পি চিদম্বরম জিএলবিটি বিলকে সমর্থন করেছিল। বিজেপির সাংসদরা এই বিল আইনে পরিণত করার তীব্র বিরোধিতা করে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও এই বিলের বিরোধিতা করে লোকসভায় বিতর্কে বলেন যে এই সম্পর্ককে মেনে নিলে সামাজিক সম্পর্কের ভাঙন ধরবে। কংগ্রেসের কিছু সাংসদও এই

বিলের বিরোধিতা করায়, বিলটির সমর্থনে ২৪ এবং বিরোধিতা করে ৭১টি। ফলে ভোটে আইনে পরিণত হতে পারে নি।

অথচ গত বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসের দুই কক্ষে সমকামিত্বের অধিকার বিল পেশ করা হলে তা তিন–চতুর্থাংশ ভোটে পাশ হয়। অর্থনৈতিক উদারীকরণ নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সক্রিয়তার পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রে উদার মনস্কতা দেখানোর প্রয়োজন ছিল। ভেবে দেখতে হবে উনিশ শতকের জীবন ধারার সাথে যে আইন সমর্থনযোগ্য ছিল সফটওয়ার প্রজন্মের কাছে ৩৭৭ ধারার অপরাধ প্রবণতা রক্ষণশীল মানসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আইনের দোহাই দিয়ে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের আবেগীয় বিক্রিয়াকে বন্ধ করা যায় না। অতীতে যে সব সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল অথবা সেই সম্পর্ককে ভারতীয় সমাজ জীবন সাধারণ চলাচল থেকে বয়কট করে চলত, এখন সেই সম্পর্ক যৌথ পারিবারিক জীবন ভেঙে ছোট পরিবার সুখী পরিবারের তত্ত্ব মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই বলে আমাদের ঢোক গিলতে হচ্ছে। সরকারের উচিত অতীতের অচলায়তন থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধান গবেষণা বিশ্লেষণ করা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ফৌজদারি আইনের ৩৭৭ ধারা শুধু নয়, ৪৯৮ ধারা সহ একাধিক ধারা ব্যবহার করে পুলিশ প্রশাসনের অতি সক্রিয়তায় মানবাধিকার বিঘ্নিত হচ্ছে।

সুরেশ কুমার কৌশল বনাম নাজ ফাউন্ডেশন মামলায় ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল ৩৭৭ ধারা রক্ষা অথবা বাতিল করার এক্তিয়ার আদালতের নয়, সংসদের। সংসদ এই ধারাটির সংশোধন নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। নাজ ফাউন্ডেশন লেসবিয়ান–গে–বাইসেক্সচ্যুয়াল–ট্রান্সজেন্ডারদের হয়ে আইনি লড়াই শুরু করেছিল। অন্যদিকে উত্তরভারতের চার্চ–মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সমকামিত্বকে অপরাধ বলে গণ্য করার পক্ষে সওয়াল করেছিল। অতীতে সুপ্রিম কোর্ট ধর্মীয় নেতাদের যুক্তি মেনে নিয়েছিল এবং ফৌজদারি অপরাধ বলে রায় দিয়েছিল। ২০১৪ কোর্ট নাজ ফাউন্ডেশনের আবেদন বাতিল করে দেয়। সমকামিতা সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে নতুন করে বিচার বিবেচনার ইঙ্গিত দিয়েছে তাঁর সূত্র ধরে উল্লেখ করা দরকার, ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস বনাম ভারত সরকার মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছিল, সমতার অধিকার ও অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত ধারা অনুযায়ী ট্রান্সজেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গদের জন্য জনস্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার। এই গোষ্ঠী জাতপাত–ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘু নয়।

তৃতীয় লিঙ্গ হল যৌন সংখ্যালঘু। সারা বিশ্বে এই গোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে। প্রশ্ন হল তৃতীয় লিঙ্গের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার স্বীকৃতির কথা যখন আদালত বলে তখন এলজিবিটির যৌন সম্পর্ককে কেন ঔপনিবেশিক আইনের দ্বারা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে? সংবিধানের ২১ নং ধারার সাথে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা পরস্পর বিরোধিতা বা অসঙ্গতি রয়েছে। সংবিধানের সাম্যের অধিকার বা ১৪ নং ধারায় ঘোষিত আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হবার অধিকারকে কি এই আইন সংকুচিত করছে না?

এ প্রসঙ্গে গত কয়েকদিন আগে কলকাতার একটি স্কুলের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এই লেখা শেষ করব। বাঙালি উদার মনের বলে যে গর্ববোধ করি, তা কতটা ভণ্ডামি, তা এখানকার কতিপয় শিক্ষক প্রমাণ করেছেন। পঙ্কজ সরকার ইতিহাসের শিক্ষক। লিঙ্গ পরিবর্তন করার কারণে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে তিনি অস্পৃশ্য–অচ্ছুৎ। তার বিরুদ্ধে ছাত্রদের লেলিয়ে দেওয়া হয় মানসিক নির্যাতনে সহ শিক্ষকরাও তার সাথে কথা বলা তো দূরে থাক, পাশে বসতে অসম্মতি প্রকাশ করে? একেই কি বলে শিক্ষা!

গৌরবময় ১২৫ বছরে চন্দননগর কলেজ

রিম্পি ঘোষ

এ বছর চন্দননগর কলেজ ১২৫ বছরে পদার্পণ করল। প্রাচীনকালে বহু বিদেশী শক্তির উপনিবেশস্থল ছিল এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা ছিল বিদেশী শাসকদের অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ব্রিটিশদের পাশাপাশি অন্যান্য বিদেশী উপনিবেশ শক্তিও ভারতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে তৎপর ছিল। এদের মধ্যে ফরাসিরা ছিল অন্যতম। এরা ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে না পেরে দক্ষিণ থেকে পূর্বদিকে নিজেদের উপনিবেশ স্থানান্তরিত করে। হুগলি জেলার চন্দননগরে এদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই চন্দননগরের আনাচে–কানাচে ছড়িয়ে আছে এই ফরাসীদের ঐতিহ্যশালী বিভিন্ন নিদর্শন। গঙ্গার ধারে অবস্থিত চন্দননগর কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরস্থ ফ্রেঞ্চ মিউজিয়াম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আধিপত্য বিস্তারের পাশাপাশি ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও এদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে সেইসময় ইংরেজরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুললেও শিক্ষা বিস্তারে ফরাসি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল চন্দননগর কলেজ। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ক্যাথলিক মিশনারি রেভারেন্ড ম্যাগ্লোয়ের বার্থেট সেন্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশন নামে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রায় ৩৯ বছর পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালের কাছ থেকে

ফরাসি স্মৃতিতে ম’ম

কলেজের স্বীকৃতি পায়। ভারতের বিখ্যাত ফরাসি গভর্নর জেনারেল লর্ড জোসেফ ফ্রাঙ্কোস ডুপ্লের নামে ১৯০১সালে এর নামকরণ হয় ডুপ্লে কলেজ। এরপর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শুরু হয় সারা দেশজুড়ে আন্দোলন। যেহেতু চন্দননগর বিপ্লবীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র তাই আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে এই চন্দননগরেও। তার জেরেই সাময়িককালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় এই কলেজটি। প্রায় ২৩ বছর পর ১৯৩১ –এর ৪ জুলাই এই কলেজটি পুনরায় চালু হয়। এই কলেজে আইএওআই এসসি কোর্স ফরাসি সরকারের কাছে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৩৮ সালে ফরাসি শিক্ষা দপ্তরের আওতাভুক্ত হয়। ১৯৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এই কলেজের একটি বিভাগ এক ফরাসি কর্মচারী ডি বাসির নামানুসারে নামকরণ করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ১৭ মে এই কলেজটির নাম রাখা হয় চন্দননগর কলেজ। ১৯৬০ সালে এই কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পায়। বর্তমানে এই কলেজে ২০০১ ও ২০০৬ সাল থেকে ভূগোল ও বাংলায় স্নাতকোত্তর পড়ানো শুরু হয়। এর পাশাপাশি ২০০৮ সাল থেকে ফরাসি ভাষায় স্নাতকোত্তর চালু হয় যা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের অন্য কোন কলেজে ফরাসি ভাষায় স্নাতকোত্তর পড়ানো হয় না। রেগুলারে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলে– মেয়েদের জন্য ১৯৯৯ সালে এই কলেজে খোলা হয়েছে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাডি সেন্টার। ২০০৬ সালে কম্পিউটার সায়েন্স, ২০০৮ সালে শিক্ষা বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও সমাজ বিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতক স্তর চালু হয়। রয়েছে ফরাসি বিভাগে একটি ভাষা সংক্রান্ত পরীক্ষাগার। কলেজ সূত্রে জানা যায়, কলেজে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এই তিনটি শাখায় প্রায় ২,৫০০ ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষারত।

কলেজে শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যা মিলিয়ে প্রায় ১৯ জন এই শিক্ষাদানের সঙ্গে যুক্ত। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক এবং একজন গ্রন্থাগারিক সহ আরও তিনজন কর্মী এই লাইব্রেরিতে কর্মরত। এই শতাব্দী প্রাচীন কলেজের মেরামতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ২০১২ সালে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুদান দেয়। ফরাসি আমল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই কলেজে ভূমিকা পালন করে এসেছে স্বাধীনতার পরও সেই ঐতিহ্য কলেজের ছাত্র–ছাত্রদের মধ্যে আজও চলে আসছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হল দোলন দাস, স্বান্ত্বনা মজুমদারের মত অসংখ্য ছাত্র–ছাত্রীরা। দোলন দাসের বাবা পেশায় একজন সামান্য হকার। স্বান্ত্বনা মজুমদারের দাদা মার্বেল মিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালায়। এইধরনের দুঃস্থ ছাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ওয়াসিম হাসান, সিনিয়র ছাত্র–ছাত্রী প্রণব কুমার দাশ, তনুশ্রী পান্ডে ও ডলি মন্ডল প্রমুখ কলেজে ভর্তির খরচ, রেজিস্ট্রেশন ফি, বইপত্র সব কিছু দিয়েই সাহায্য করেছে। এছাড়া, প্রায় ২৭৫ জন দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের তিন বছর বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ করে দেওয়া, প্রায় ৭৫ জন দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের পরীক্ষার ফি মকুব করা, কলেজে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রায় ৫৬ জন ছাত্র–ছাত্রীকে চাকরির সুযোগ করে দেওয়া, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কলেজগুলির তুলনায় ভর্তির ফি কম নেওয়া, থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষাশিবির ইত্যাদি অভাবনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও সিনিয়র ছাত্র–ছাত্রীরা। ফরাসি আমল থেকে দীর্ঘ পথ পেড়িয়ে আজ এই কলেজ তার গৌরবময় শতোত্তর রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল।

মাটি ও মানুষ

প্রতিকূল আবহাওয়ায় পান্ডুয়াতে ক্যাপসিকামের ফলনে ঘাটতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েকদিন ধরে কম ঠান্ডা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি ইত্যাদি প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হুগলি জেলার বহু স্থানে চাষের ফলন কমের আশংকা তৈরি হয়েছে। হুগলি জেলায় এইসময় মূলত আলু চাষটা বেশি হয়। আলু ছাড়া অনেক জায়গায় ক্যাপসিকামের চাষও হয়ে থাকে। তাই আলুর পাশাপাশি ক্যাপসিকামেও ফলন হ্রাস পাবে এমনটাই মত চাষিদের। পান্ডুয়া ব্লকের আইমা অঞ্চলের চাষি শেখ কুতুবুদ্দিন জানান, তাঁর নিজস্ব প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে ক্যাপসিকামের চাষ করেন। বিঘাতে এই চাষ করতে খরচা হয় প্রায় ৪০,০০০–৫০,০০০ টাকা। বিঘাতে ফলন হয় সপ্তাহে প্রায় ২০০ পাল্লা করে। শিবাইচন্ডী বাজারে পাল্লা পিছু প্রায় ৫০–১০০ টাকায় তা বিক্রি হয়। কিন্তু এইবার আবহাওয়া বিরূপ হওয়ায় ফলন কমতে পারে বলে জানালেন কুতুবুদ্দিন। গতবার তাঁর দেড়বিঘা জমিতে ক্যাপসিকামের ফলন হয়েছিল প্রায় ২,৬৭৮ পাল্লা বা ১৩,৩৯০ কে.জি.।

এইবার সেই ফলন অনেক কমবে বলে আক্ষেপ কুতুবুদ্দিনের। ঠিক এই একই কথা বললেন আরেক চাষি শেখ নাসিম। ‘আশা’ প্রজাতির ক্যাপসিকামের চাহিদা বাজারে অনেক বেশি হওয়ায় এই প্রজাতির চাষ এখানে হয়। কিন্তু ক্যাপসিকাম চাষ করতে গেলে যে পরিমাণ ঠান্ডার দরকার সেই পরিমাণ ঠান্ডা এবার নেই। তাই প্রত্যাশার তুলনায় ফলনও অনেক কম। স্থানীয় রামেশ্বরপুর, মনিপুর, শিবাইচন্ডী বাজারে গতবছর এই

ক্যাপসিকাম কেজি প্রতি বিক্রি হয়েছে প্রায় ২৪.০০–২৫.০০ টাকা দরে। এই বছর সেই দাম কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। পান্ডুয়ার গোপালনগরের চাষি মদন সাঁতরা ক্যাপসিকামের ফলন কমের জন্য আবহাওয়াকে দায়ী করেছেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য গাছে ওষুধ দিতে হচ্ছে। এতে ওষুধের খরচাও হচ্ছে।

আয় বাড়াতে কৃষকদের নয়া প্রযুক্তি

পিআইবি: কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ভূ–বিজ্ঞান মন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদের (সি

এস আই আর) সহ–সভাপতি ডঃ হর্ষবর্ধন কৃষিকাজ, ওষুধ ও সুগন্ধী গাছ–গাছড়ার প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত কৃষক ও শিল্পোদ্যোগীদের আয় বাড়ানোর জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং সর্বাধুনিক প্রজাতির চারাগাছ রোপনের পরামর্শ দিয়েছেন। রবিবার লক্ষ্ণৌ’তে সিএসআইআর–এর ইন্সটিটিউট অফ মেডিসিনাল অ্যান্ড অ্যারোমেটিক প্ল্যান্টস আয়োজিত কিষাণ মেলায়’ তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন’। তিনি বলেন, এই ধরণের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি শিল্প সংস্থাগুলির জন্য উৎকৃষ্টমানের কাঁচামাল উৎপাদন ও যোগানে বিশেষ সহায়ক হবে।

ডঃ হর্ষবর্ধন বলেন, ওষধি ও সুগন্ধী গাছ–গাছড়া দেশের মূল্যবান সম্পদ।

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষকে জীবন–জীবিকার সুযোগ বাড়াতে সুস্থায়ীভাবে এই সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে। নতুন শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলে ওষুধ ও সুগন্ধী গাছ–গাছড়ার উৎপাদনের প্রসারে ব্যাপক সুযোগ রয়েছে বলেও তিনি জানান। দ্রুত পরিবর্তনশীল জলবায়ুগত পরিবর্তনের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে ডঃ হর্ষবর্ধন বিজ্ঞানীদের এই ধরনের গাছ–গাছড়ার সংরক্ষণ ও চাষের জন্য উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কারের আহ্বান জানান। আবিষ্কৃত নতুন প্রযুক্তি ও পন্থা–পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে নিয়মিত কৃষকদের অবহিত করার ওপরও তিনি গুরুত্ব দেন। কৃষকদের সচেতন করে তোলার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি, কৃষক মেলা প্রভৃতি আয়জনেরও ডঃ হর্ষবর্ধন পরামর্শ দেন।

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য সিএসআইআর স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে ডঃ হর্ষবর্ধন তারও প্রশংসা করেন। এবারের কিষাণ মেলায় উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি রাজ্য থেকে প্রায় চার জন কৃষক ও শিল্পোদ্যোগী অংশ নিয়েছেন।

শিক্ষিকা সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাসন্তী ব্লকের ১৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মসজিদবাটি পার্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বিভা মঘোলকে ২০১৫ সালের সেরা প্রাথমিক শিক্ষিকা পুরস্কার দেওয়া হল। পুরস্কার হিসাবে মানপত্র, রূপোর ট্রফি, উত্তরীয়, ফুলের স্তবক, মিষ্টি সহ ১৫০০০ টাকার চেক তুলে দেন সমাজসেবী লেখক প্রভুদান হালদার, ছিলেন ব্যবস্থাপক সংস্থা কিশলয় ফাউন্ডেশনের সম্পাদক, সভাপতি তুলনা দাস, প্রাথমিক শিক্ষিকা শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। বিভাদেবী ২০০৭–এ এই স্কুলে যোগ দেন। এরপর ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট, উপস্থিতি, শৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মিড ডে মিলের মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ক্লাসরুমের সংখ্যাও বাড়ে। শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি মাতৃতুল্য। প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য গত বছর থেকে এই পুরস্কার চালু হয়েছে আগামী দিনে চলবে, এই অভিনব উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাগণ অতি উৎসাহী বললেন উচ্চ মাধ্যমিক ডঃ শিরোমণি পান্ডা।

আইনজীবীদের সম্মেলনেও বাম প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : প্রতিদিন শত্রুর বিরুদ্ধে ভয়–ভীতি ত্যাগ করেই লড়াই আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং রাজ্যের গরিব মানুষকে সম্প্রদায় নিরিখে বিভাজিত করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চে এক আলোচনা সভায় রাজ্য সভাপতি নিশীথ অধিকারি এই কথাগুলি বলেন। চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি দু’দিন ব্যাপী গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলন স্থলের নামে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাখা হয় প্রয়াত কমরেড হাসিম আব্দুল হালিম ও কমরেড মঞ্জুরী গুপ্তের নামে। অধিবেশন মঞ্চের নাম দেওয়া হয় কমরেড সাধন গুপ্ত ও কমরেড বলাই রায়ের স্মরণে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন অল ইন্ডিয়া ল’ ইয়ার্স ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সোমদত্ত শর্মা। সম্মেলন সাড়ে চারশর বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এমন কি ছিলেন মহিলা প্রতিনিধিরা। সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া ল’ইয়ার্স ইউনিয়নের সর্বভারতীয় এবং কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, আইনের সংস্কারের নামে অধিকার কাড়ার নতুন নতুন চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জনচেতনায় এই বিষয়গুলি তুলে আনতে হবে দেশের মানুষের কাছে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা যুক্তি সহকারে নিয়ে যেতে হবে। এদিন নতুন কমিটি গঠনে নিশীথরঞ্জন অধিকারীকে আহ্বায়ক ও বিমলেন্দু চক্রবর্তীকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। রাজ্য কমিটির সভাপতি হয়েছেন অশোক বক্সী, কার্যকরি সভানেত্রী হয়েছেন ভারতী মুৎসুদ্দি, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন সুজিত মিত্র।

১৬৫ জনের কাউন্সিল, ৩০ জনের কার্যকরী কমিটি এবং তার মধ্যে ২৯ জনকে নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন হয়েছে। সম্মেলনের শেষ দিনে বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের সাহায্যার্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংগঠনের নেতা সুব্রত চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে এই তহবিলে ১ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দেন। এছাড়া মহিলা আইনজীবী রাধা দত্ত এই দুঃস্থ চা বাগানের কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে ১ হাজার টাকা প্রতিমাসে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

তিনি জীবনের প্রথম থেকেই বাম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ১৯৭৭ সালে রাধাদেবী উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে প্রথম প্র্যাকটিস শুরু করেন। তার দাদা প্রয়াত পরিতোষ দত্ত বহু চা বাগানের ডিরেক্টর ছিলেন। এদিন সকলের অনুরোধে বিশিষ্ট আইনজীবী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ভূপেন হাজারিকার জনপ্রিয় কালজয়ী গানগুলি পরিবেশন করেন। তার এই প্রয়াস সকল প্রতিনিধিদের কাছে প্রচুর প্রশংসা পায়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইনমন্ত্রী রবিলাল মৈত্র, অধ্যাপক সুদর্শন রায়চৌধুরী, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ও সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি রমেশ তেওয়ারি, মহিলা আইনজীবী ডেজরী বসু, সমার্পিতা সান্যাল, রেখা তেওয়ারি, পিনাকী চক্রবর্তী, প্রাক্তন কাউন্সিলার গোলাল দে, স্নেহাংশু বিশ্বাস, হীরালাল সিংহ প্রমুখ।

গুমায় মাধ্যমিক সচেতনতা শিবির

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গুমায় ‘গুমা জন–জাগৃতি’র একটি সংস্কৃতিমনস্ক সামাজিক সংগঠন। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এই সংগঠনের উদ্যোগে সম্প্রতি ২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গুমা নজরুল বালিকা বিদ্যালয়ে ১০ জানুয়ারি আয়োজিত এই শিবিরে প্রায় একশো পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। রেভারেন্ড সুশান্ত সিহংর প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিবিরে পরীক্ষার্থীদের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত করানো হয়। সেই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতায় বিভিন্ন তথ্য কিভাবে লিখতে হয় তাও দেখানো হয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ, গোপাল বিশ্বাস, কুতুবউদ্দিন মোল্লা, সুদিন কুমার গোলদার, রাধানাথ ঘোষ, কমলকৃষ্ণ মিস্ত্রী, মিন্টু দে, রেজাউল করিম সাহাজী এই কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করেন। স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদক সমীর রঞ্জন সরকার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুমা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শাহজাহান মল্লিক, সংগঠনের তরফে নেপাল ঘোষ, দুলাল চন্দ্র অধিকারী, দিলীপ বসু, সুভাষ চন্দ্র বালা, সর্বানী বেগম, অসীম বৈদ্য, বিনয় কর্মকার, পিংকি রাহা মৈত্র, নজরুল বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি রহমাতুল্লা মণ্ডল, সমাজসেবী পরিমল বণিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি রমেশ সেন চৌধুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অমৃতলাল বিশ্বাস।

মাধ্যমিক তাই চালু হল ব্রিজ

বাপিলাল দে : শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অর্ধেক সারাই করেই খুলে দেওয়া হল সাঁতরাগাছি ব্রিজ। দিন পনেরো ধরে হাওড়া আন্দুল রোড, কোনা হাই রোডের উপরে লেগে থাকা জ্যামজটের হাত থেকে কিছুটা হলেও নিস্তার মিলবে বলে আশা করা যায়। তবে এই সুরাহা মিলবে মাত্র মাস খানেকের জন্য। পয়লা মার্চ থেকে ১৫ মার্চ সেতুটি ফের বন্ধ করে দেওয়া হবে সারাই করার উদ্দেশ্যে।

মাধ্যমিকে অভাবনীয় ছাত্রী বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরাতন পাঠক্রম–পাঠ্যসূচি এবং পুরাতন প্রশ্ন কাঠামোর শেষ মাধ্যমিক পরীক্ষা পূর্ব নির্ধারিত গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবে শেষবেলায় সমস্ত পরীক্ষার্থী যাতে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারে সে ব্যবস্থা করতে গিয়ে এবার গতবারের তুলনায় পরীক্ষার্থী বাড়লো ১,১৬,৬৪৮ জন। স্মরণকালের অতীতে এ বছরের মতো এতো পরীক্ষার্থী বৃদ্ধির নজির নেই। গতবার ছাত্রের তুলনায় ৭৮,৯৬০জন বৃদ্ধি পেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫,৫৭,৮৫৪ জন। আর এবার আরও বৃদ্ধি, ছাত্রের তুলনায় ১,০৮,৮১২ জন বৃদ্ধি পেয়ে এবার ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬,৩১,১২২ জন। এবার মোট পরীক্ষার্থী ১১,৫৩,৪৩২ জন। তার মধ্যে ছাত্রী ৬,৩১,১২২ জন। এবার মোট পরীক্ষার্থী ১১,৫৩,৪৩২ জন। তার মধ্যে ছাত্রী ৬,৩১,১২২ জন। যা গতবারের থেকে ৭৩,২৬৮ জন বেশি। আর ছাত্র ৫,২২,৩১০ জন। যা গতবারের থেকে ৪৩,৪১৬ জন বেশি। আর একটি দৃষ্টান্তমূলক খবর হলো, এবার রাজ্যের ২০টি জেলাতেই ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রী পরীক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে অনেকটা এগিয়ে। এবার রাজ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ২৭৫৩টি। যা গতবারের থেকে ১৪টি বেশি। এবার মোট দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থী ১৬১ জন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলেই ছাত্রীদের মূল স্রোতে এই বিপুল অংশগ্রহণ।’ প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক ২০১৭–এ নয়া পাঠক্রম পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে যে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে তাতে প্রশ্ন কাঠামো ও পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমূল বদল আসছে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ক্যালিডোনিয়ান জুট মিল ও মিডিয়ট জুট মিল এলাকা সংলগ্ন চিত্রিগঞ্জ এলাকায় রক্তদান সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। হাজির ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং জাভেদ আহমেদ খান। বজবজ পুরসভার কাউন্সিলর মিঠুন ঠিকাদারের নেতৃত্বে ১৫২ জন রক্তদান করেন ও ১৫০ জনকে শীত বস্ত্র দান করা হয়। মিল এলাকায় আগুন নেভানোর জন্য একটি দমকল ইঞ্জিন দেবার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী জাভেদ। বিকালের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, এই এলাকায় গুলি, বোমা, মিলে ধর্মঘট লেগেই থাকত। বর্তমান সরকারের আমলে এলাকায় শান্তি বিরাজমান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, চেয়ারম্যান শ্রীমতী ফুলু দে, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, ফজলুল হক, নন্দা ঘোষ সহ মিল এলাকার বর্ষীয়ান নেতানেত্রী।

জেলা সাংস্কৃতিক পরিষদের কুর্নিশ শিক্ষিকা গায়ত্রীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত ডায়মন্ড হারবার অরবিন্দ উদ্যানে অনুষ্ঠিত গুণীজন সম্বর্ধনা মঞ্চে জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও আদর্শ শিক্ষিকা রূপে সম্মানিত হলেন গায়ত্রী হাতি।

শ্রীমতী হাতির জন্ম রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত মহেশ্বরা গ্রামে এক স্বচ্ছল পরিবারে ১৩৪৪ (ইং ১৯৩৭) সালে। পিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভ। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে ১৯৫২ সালে স্কুল ফাইনাল। উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজ থেকে দর্শনে বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে দর্শনে এমএ পাশ করেন। এছাড়াও বাণীপুর থেকে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদি শিক্ষক শিক্ষণে প্রথম শ্রেণিতে এম, ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে ইংলিশ টিচিং–এ ডিপ্লোমা, ভুবনেশ্বর রিজিওনাল কলেজ থেকে বি.এড ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান লাভ করেন। ফিজিক্যাল এডুকেশনে (জুনিয়র ও সিনিয়র) ১ম শ্রেণিতে ১ম হন। ১৯৮০ সালে ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিশু শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা, শিক্ষাপদ্ধতি ও শরীর বিজ্ঞান, শিক্ষার আলোকে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্বের রূপরেখা ইত্যাদি তাঁর রচিত বইগুলি আজও শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদদের কাছে সমাদৃত। ঠাকুর, মা ও স্বামীজির আলোকে আলোকিত জীবনে তিনি বহু সমাজসেবা ও শিক্ষামূলক পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছেন এবং আজও আছেন। তিনি অবিবাহিতা ও আজীবন আশ্রমবাসী।

তাঁর এই অনুকরণীয় সুস্থ দীর্ঘজীবন কামনা করে পারিষদ নরেন্দ্রনাথ পুরকাইত পদক ও মানপত্র ও উত্তরীয় দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ জানায় অনুষ্ঠানের সভাপতি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ডায়মন্ড হারবার

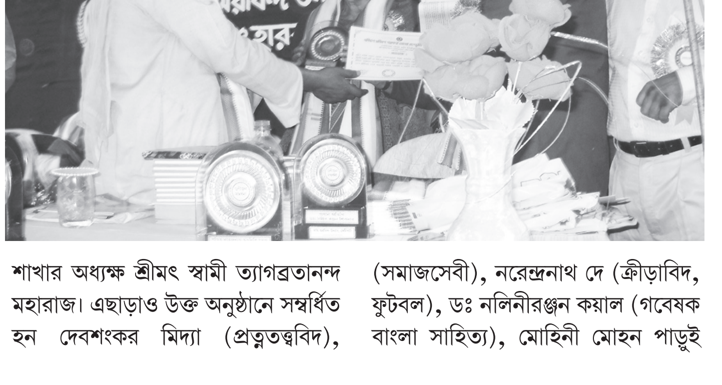

শাখার অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ত্যাগব্রতানন্দ মহারাজ। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত হন দেবশংকর মিদ্যা (প্রত্নতত্ত্ববিদ), শ্রীকানাইলাল তেওয়াড়ী (পুতুল নাচ কন্ঠ শিল্পী) ডাঃ গৌরীন্দ্রমোহন মণ্ডল (শিশুবিজ্ঞান মঞ্চ), সাগরিকা দাস (সমাজসেবী), নরেন্দ্রনাথ দে (ক্রীড়াবিদ, ফুটবল), ডঃ নলিনীরঞ্জন কয়াল (গবেষক বাংলা সাহিত্য), মোহিনী মোহন পাড়ুই (জাতীয়তাবাদী কর্মী) বলাই পান্ডা (দুর্বাচটি রাধাকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য সেবাশ্রমের সংগঠক)। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি রূপে আসন অলংকৃত করেন ডঃ সমীর রঞ্জন শিকদার। (রেজিস্টার বসু বিজ্ঞান মন্দির) ডঃ নারায়ণ মাইতি (অধ্যক্ষ মহিষাদল রাজ কলেজ) শ্রী কামদেব শাসমল। মীরা হালদার, চেয়ারপার্সন ডায়মন্ড হারবার পুরসভা শ্রীদীপক কুমার হালদার (বিধায়ক), মাধাই বৈদ্য। স্বাগত ভাষণে জানা যায় যে ১৯৭৫ সালের ২৫ এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দের চিতাভস্ম এনে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় অরবিন্দ উদ্যান।

সেই থেকে সাংস্কৃতিক পরিষদ প্রতিবছর সাধারণতন্ত্র দিবস ও জেলার গুণীজনদের সম্বর্ধনা জানিয়ে আসছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে তরুণ গবেষক মনীশ বৈদ্যের ইংরাজিতে লেখা মৌমাছি প্রতিপালন ও পরাগ মিলনের উপর একটি বই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়। অনন্ত ভট্টাচার্য দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন বয়স্ক মানুষরাই পরিষদের সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন। তাদের আচার ব্যবহার, কথাবার্তায় সাবলীলতা, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার শহিদদের উপর ছোট অথচ দুষ্প্রাপ্য চিত্র প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। পরিষদের জীর্ণ গৃহটি মেরামত করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন শ্রীমতী মীরা হালদার।

দেশভক্তি, দেশপ্রেম, দেশসেবা ইত্যাদি বিষয়ে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের জন্মানো মানুষদের মধ্যে একটি বিরাট ফারাক চোখে যে পড়ে তা অনুভব হল এই জেলা সাংস্কৃতি পরিষদের অনুষ্ঠানে।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

২০৩৫–এ প্রযুক্তির হাত ধরে কেমন হবে ভারত

কে শ্যামাপ্রসাদ ও বিরাট মজবুর

২০১৬–র ৩ জানুয়ারি ১০৩তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রযুক্তির লক্ষ্য সংক্রান্ত নথিটি প্রকাশ করেন। এই নথিতে ২০৩৫ সালে

স্বচ্ছতা অভিযান

ভারতীয়রা কেমন থাকবেন এবং তাদের চাহিদা পূরণে কোন প্রযুক্তি প্রয়োজন তার এক ধরনের আভাস দেওয়া হয়েছে। ২০৩৫ সালে কি ধরনের প্রযুক্তি পাওয়া যাবে নথিটি কিন্তু তার অগ্রিম পূর্বাভাস নয়। বরং, এতে আমাদের দেশ ও নাগরিকরা ২০৩৫ কোন অবস্থায় পৌঁছবে এবং প্রযুক্তি মানুষের স্বপ্নপূরণে কি ভূমিকা নেবে তা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। নথিটি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালামের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নথিটির কথামুখে বলেছেন, আশা করা যায়, ১২টি ক্ষেত্রের প্রযুক্তি সংক্রান্ত যে পরিকল্পনা এতে রয়েছে তা আমাদের বিজ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের চিন্তাভাবনার খোরাক যোগাবে। প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য, পূর্বাভাস ও মূল্যায়ন পরিষদ, টি আই এফ এ সি এই নথিটি প্রণয়ন করেছে। তিনি আরও বলেছেন – আগামী কয়েক দশকের জন্য ভারত যুবকদের দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে। দেশের প্রত্যেক যুবক যাতে তাদের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে প্রস্ফুটিত হতে পারে এবং জাতির উন্নয়নে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়, তা দেখা দরকার। এজন্য আমাদের সন্তান ও যুবকদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, দক্ষতা, যোগাযোগ ও পরিচিতি সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজন মেটার উদ্যোগ নিতে হবে। নরেন্দ্র মোদি এই নথিতে উল্লিখিত স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাবনা গোষ্ঠীগুলিকে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

এই নথিটি প্রকাশ করে তাঁর ভাষণে মোদি বলেন, তাঁর সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে চিহ্নিত উদ্যোগ ও গৃহীত কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়।

নথিটিতে যে ১২টি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে তা হল –

শিক্ষা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, খাদ্য ও কৃষি, জল, শক্তি, পরিবেশ, বাসস্থান, পরিবহণ, পরিকাঠামো, পণ্য উৎপাদন, বস্তুসমূহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

এইসব ক্ষেত্রের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে ভারত সরকারের কাছে তা পেশ করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে আরও বেশি করে এই ধরনের প্রযুক্তি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এগুলি প্রধান ভূমিকা নেবে। নথিতে বলা হয়েছে, নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলে, তা দেশের ক্ষমতায়নের পথকেও সুগম করবে।

প্রযুক্তি সংক্রান্ত ২০৩৫–এর এই নথির লক্ষ্য হচ্ছে, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, সমস্ত ভারতীয়ের নিজস্ব সত্বাকে আরও উন্নত করা। সংবিধানের অষ্টম তফশিলে স্বীকৃত সমস্ত ভাষাতেই নথির আমাদের আশা–আকাঙ্ক্ষা' এবং ভবিষ্য বিষয়ে বিবৃতি' অংশে এই লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। নথিটিতে ১২টি করণীয় কাজের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে (এর মধ্যে ছ'টি ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবে এবং ছ'টি সমষ্টিগত প্রয়োজন মেটাতে) প্রত্যেক ভারতীয়ের জন্য এগুলির ব্যবস্থা করা দরকার।

ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাতে করণীয় কাজগুলি –

নির্মল বাতাস ও বিশুদ্ধ জল

খাদ্য ও পুষ্টিগত নিরাপত্তা

সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জনস্বাস্থ্য

২৪X৭, অর্থা সবসময়ের জন্য বিদ্যুৎ

বাসস্থানের সুব্যবস্থা

উন্নতমানের শিক্ষা, জীবন–জীবিকা এবং সৃজনশীলতা পূরণের সুযোগ

সমষ্টিগত প্রয়োজন মেটাতে করণীয় কাজগুলি –

নিরাপদ ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা

জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং তার উন্নয়ন

স্বচ্ছ এবং সুদক্ষ প্রশাসন

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা এবং জলবায়ুর উন্নয়ন

পরিবেশ–বান্ধব পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ।

এই করণীয় কাজগুলি ভারতের প্রযুক্তি সংক্রান্ত স্বপ্নের মূল বিষয়বস্তু বলে নথিতে জানানো হয়েছে। এই কাজগুলি যথাযথভাবে করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) যেসব প্রযুক্তি যেকোনও সময় কাজে লাগানো যায়, ২) যেসব প্রযুক্তিকে গবেষণাগার থেকে কাজের জায়গায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, ৩) যেসব প্রযুক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রয়োজন এবং ৪) যেসব প্রযুক্তি এখনও চিন্তাভাবনার পর্যায়ে রয়েছে। সর্বশেষ শ্রেণীর প্রযুক্তিগুলি অভিনব ধরনের কৌতূহল এবং তা নিবৃত্তির জন্য অত্যাধুনিক গবেষণা হতে পারে। এগুলি হল – ইন্টারনেট অফ থিংস, পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি, সিন্থেটিক বায়োলজি, ব্রেইল কম্পিউটার ইন্টারফেস, বায়োপ্রিন্টিং এবং রি–জেনারেটিভ মেডিসিন। এছাড়াও রয়েছে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, প্রি–সিজন এগরিকালচার ও রোবোটিক ফার্মিং, ভার্টিকাল ফার্মিং, ইন্টার‍্যাক্টিভ ফুডস, অটোনমাস ভেহিক্যালস বা স্বয়ংচালিত যানবাহন, বায়োলুমিনিসেন্স, থ্রিডি, প্রিন্টিং অফ বিল্ডিংস, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস, আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রযুক্তি, পরিবেশ–বান্ধব খনি ব্যবস্থার মতো অভিনব কিছু প্রযুক্তি যা মনুষ্য সমাজের পরবর্তী প্রজন্ম এবং বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন সুষম ভিত্তিতে মেটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

নির্মল বাতাস ও বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজন মেটাতে যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে সেগুলি হল – অত্যাধুনিক পরিচ্ছন্ন কয়লা প্রযুক্তি, বিকল্প জ্বালানি–ভিত্তিক পরিবহণ, অভিনব প্রোপালসন প্রযুক্তি, পরিবেশ–বান্ধব উপাদন ব্যবস্থা, স্বয়ংচালিত পরিবহণ ব্যবস্থা, অত্যাধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তি, বাতাসের গুণমানের নজরদারির উন্নত প্রযুক্তি, ভূ–গর্ভস্থ জলতলের ওপর নজরদারি ও লবণাক্ততা বিষয়ক নজরদারি, জলের বিশুদ্ধতা তাক্ষণিকভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থা, সুলভে জলের লবণ অপসারণ প্রযুক্তি, বর্জ্য জল পরিষ্করণের প্রযুক্তি, জলাশয়গুলির পলি অপসারণের প্রযুক্তি, শিশির সংগ্রহের প্রযুক্তি, পাইপলাইনে থাকা অবস্থায় জল পরিশোধন ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাইপলাইন সারানোর প্রযুক্তি।

এই নথিটিতে বিভিন্ন বস্তু, পণ্য উপাদন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মতো তিনটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যার ওপরে ভিত্তি করে অন্যান্য প্রযুক্তিগুলি নির্মাণ করা হবে। এতে বন্দর, বিমানবন্দর, রেলওয়ে এবং কোল্ডচেনের মতো পরিকাঠামো ছাড়াও সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর কথা বলা হয়েছে। কর্মসূচিটি রূপায়ণের পূর্বসর্ত হিসাবে এসেছে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখাগুলিতে মৌলিক গবেষণার কথাও।

নথিটিতে প্রযুক্তিক্ষেত্রে যে বিরাট চ্যালেঞ্জগুলি রয়েছে এবং যেগুলি আমাদের দেশকে মোকাবিলা করতে হবে তা হল –

পুষ্টি, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং মহিলা ও শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা দূরীকরণ।

দেশের সমস্ত নদী এবং জলাশয়ের জলের মান এবং পরিমাণ বজায় রাখা।

শিক্ষার্থী–কেন্দ্রিক এবং ভাষা নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে সবার জন্য সুশিক্ষা।

বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনযোগ্য এবং সরবরাহযোগ্য শক্তি বিকেন্দ্রিকৃত পদ্ধতিতে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা।

ভারতকে জীবাশ্ম জ্বালানিবিহীন এক দেশে পরিণত করা।

আমাদের দেশের বিশাল আয়তন

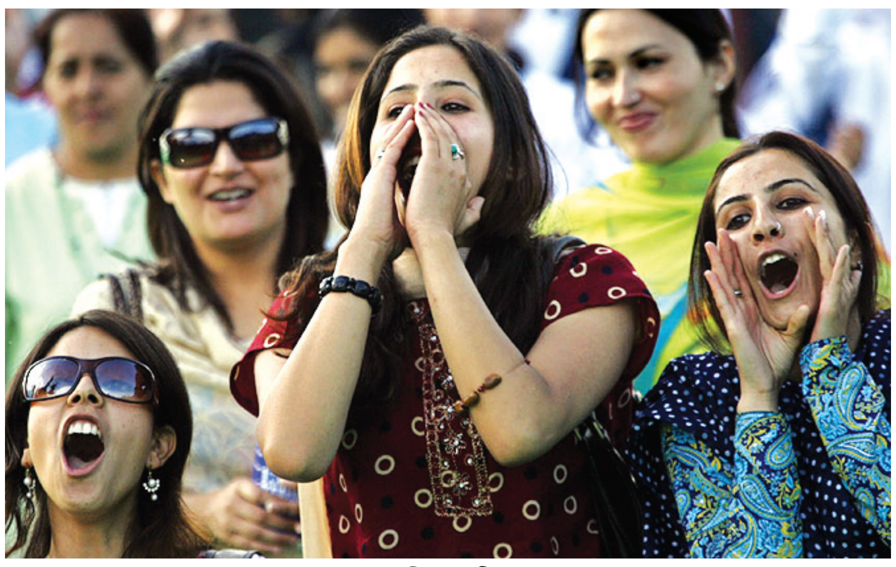

নারীর অধিকার

অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

সার্বজনীনভাবে পরিবেশ–বান্ধব বর্জ্য পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

লেহ এবং তাওয়াং পর্যন্ত রেল যোগাযোগ গড়ে তোলা।

জাতীয় জলবায়ুর ধরন অনুধাবন করে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

দেশের যেকোন স্থানের মানুষের জন্য নির্বাচনী এবং আর্থিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা।

সর্বজনীন বিদ্যুৎ

প্রযুক্তির সামাজিক প্রভাব এবং শ্রমজীবী। অথবা পুঁজিজীবী। প্রযুক্তি কোনটি গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ভারতের মতো মানবসম্পদ প্রাচুর্যের দেশে পুঁজিজীবী প্রযুক্তিকে ক্ষতিকারক বলা হয়। এই ধরনের প্রযুক্তি কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস করবে বলে মনে করা হয়। নথিটিতে এই ধারণাকে অপসারণ করে সুচিন্তিত নীতি এবং পরিকল্পনা করে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং সমাজের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে।

প্রযুক্তি নিয়ে সমস্যা মোকাবিলায় ভিশন ডক্যুমেন্ট – ২০১৫–তে ভারতীয় পটভূমিকায় ছ'টি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে আমাদের দেশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য যেমন পরমাণু শক্তি ও মহাকাশ বিজ্ঞান। এছাড়া প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি যা আমাদের নিজস্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্বয়ম্ভর হতে হবে। এমন কিছু প্রযুক্তি যা জ্ঞান–ক্ষেত্রে যুক্ত করে বা প্রয়োগ করে সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগানো। যেমন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি আহরণের জন্য গাছের ক্লোরোফিলের ধরনের সৌর কোষ তৈরি। এছাড়াও রয়েছে, সেইসব প্রযুক্তি যা অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের মত করে কাজে লাগানো। যেমন – বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জৈব কৃষি প্রযুক্তি, জলের লবণ অপসারণ প্রযুক্তি, শক্তিসাশ্রয়কারী ভবন নির্মাণ প্রভৃতি। অন্যদিকে জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে শস্য উৎপাদনের মতো যেসব প্রযুক্তি নিয়ে সামাজিক, নীতিগত ও আইনগত বিতর্ক রয়েছে সেগুলিকে এক শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে।

এই নথিতে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি ও সুষম প্রযুক্তিগত সামর্থ বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় কাজ সম্পর্কেও বলা হয়েছে। প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অত্যাধুনিক গবেষণার ওপর ব্যাপক হারে জোর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২ শতাংশ করতে হবে। গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে সর্বক্ষণের জন্য কর্মরত বিজ্ঞানীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। গবেষণাগার থেকে দ্রুত প্রয়োগের জায়গায় ব্যবহারও প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশগ্রহণ ও লগ্নির উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষক–বুদ্ধিজীবী ও শিল্পে মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মত বিনিময়ের ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি ঠিক করা, শিল্পের প্রয়োজনে শিক্ষানবিস নিয়োগ এবং ফেলোশিপের ব্যবস্থা করা দরকার। ছাত্র–গবেষক ও উদ্যোগপতিদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের গবেষণা ব্যবস্থা তৈরি করে গবেষণার সুফলকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

করণীয় কাজের মধ্যে আরও তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল – জ্ঞান সৃজন–জ্ঞান বিপ্লবের পেছনের সারিতে ভারতকে পড়ে থাকলে চলবে না, উদ্ভাবন ও উন্নয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা যার প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। অন্য যে কাজ করার কথা নথিতে বলা হয়েছে তা হল – প্রযুক্তির প্রয়োগ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এবং সময়সীমার মধ্যে পূরণযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা সহ জাতীয় মিশন শুরু করা।

নথিটিতে সামগ্রিকভাবে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য পৃথক পৃথক কর্মপরিকল্পনা তৈরি, গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, সমস্যা মোকাবিলা এবং নীতি নির্ধারণের কথাও এতে বলা হয়েছে।

ছয়ানি গুজরাট বাংলার একটি গ্রামের নাম

দীপককুমার বড় পণ্ডা

'ছয়ানি গুজরাট' নামের একটা পত্রিকা দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। এই নামের কারণ কী জানতে চেয়েছিলাম পত্রিকা সম্পাদকের কাছে। সম্পাদক বলেছিলেন, এটা আমার গ্রামের নাম। আবার একবার চমক। সম্পাদক নিজের গ্রামের নামে একটা পত্রিকা বার করছেন! বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই সম্পাদক তপন কর বলেছিলেন, 'আমার গ্রামটি বেশ সুন্দর। দামোদর নদীর তীরের এই গ্রামটিতে গেলে মন ভালো হয়ে যায়।'

যাঁর গ্রামে গেলে মন ভালো হয়, সেই তপন কর চিত্র–শিল্পী। ছবি আঁকায় তাঁর খুব নাম–ডাক। তিনি এখন গ্রামের বাইরে হাওড়া জেলার কুলগাছিয়ায় থাকেন। দক্ষিণ পূর্ব রেল–এর কুলগাছিয়া স্টেশনের গায়েই তাঁর বাড়ি। আর তাঁর জন্মভূমি ছয়ানি গুজরাট গ্রামটা যেতে হয় বাগনান স্টেশনে নেমে। বাগনান থেকে নুন্টিয়া হয়ে ঐ গ্রামে যেতে গাড়িতে সময় লাগে ঘন্টা খানিক।

এক সন্ধে বেলায় আমরা গেছিলাম সেই গ্রামে। আমরা বলতে, আমি আর প্রণব দা, প্রণব গুহ। নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক। বাগনান স্টেশনে যখন আমরা নেমেছিলাম, তখন চারদিক অন্ধকার। শীতটাও জাঁকিয়ে সেইসময়। এদিকে স্টেশনে নেমে দেখলাম, সারা বাগনান মিছিলে মিছিলে ভিড়ে ভিড়াক্কার। মুসলমানদের এক ধর্মগুরুর স্মৃতিতে এই মিছিল। কেউ কেউ বললেন, মুম্বই রোডে গেলে গাড়ি মিলবে। সেই আশাতেই আমরা হাঁটা শুরু করলাম। বড় রাস্তা যেতে হলনা। তার আগেই ব্রিজের তলায় একটা 'ম্যাজিক গাড়ি' পাওয়া গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িতে লোক ভর্তি হল। গাড়িটা গাদিয়াড়া রাস্তায় ছুটছে। কিছুটা গিয়ে নুন্টিয়া। নুন্টিয়া থেকে গাড়িটা এবার বাঁক নিল বাঁয়ে। চারদিকে তাকিয়ে গ্রাম দেখছি। একটা নেশা ধরে আসছে। এই গ্রামগুলো বেশ উন্নত। গ্রামগুলো শহরের মত হয়ে গেছে। চারদিকে আলো জ্বলছে। বড় বড় পাকা বাড়ি। পাকার রাস্তা। কয়েক বছরে গ্রামের ছবিগুলো বেশ বদলেছে। রাস্তার পাশে একটা বড় হাইস্কুল। সেখানে ৫০ বছরের পূর্তি অনুষ্ঠান হচ্ছে।

খেয়াল হতে দেখলাম, প্রণবদা কথা বলছেন পাশে বসা বয়স্ক লোকটার সঙ্গে। সেই মানুষটা বলছেন,

– কয়েকবছর আগে গ্রামগুলো এমনটা ছিল না। এই রাস্তাঘাট, ইলেকট্রিকের বাতি এসবতো ক'দিন আগে হল। আগেতো মাটির রাস্তা ছিল। কাদায় গোটাটা প্যাচপ্যাচ করত।

– গ্রামের লোকের রোজগার বেড়েছে? প্রণবদা জানতে চাইলেন।

– রাস্তাঘাট ভাল হয়েছে, তাই অনেকে শহরে চলে যাচ্ছে রোজগার করতে।

– চাষের হাল কী? আবার প্রশ্ন।

– এবারতো চাষ হয়নি। বন্যায় সব ডুবে গেছিল। তাতে কী হয়েছে, সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। যা ধান হত, তার চেয়ে ক্ষতিপূরণ বেশি পেয়েছি। প্যান্ট শার্ট পরা লোকটা গড় গড় করে সব বলে যাচ্ছে। পাশে বসা একজন খিক খিক করে হাসল।

ধীরে ধীরে গাড়িটা ফাঁকা হতে শুরু করেছে। শেষপর্যন্ত গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আমরা দু'জন। কিছুটা পরে, ড্রাইভার বললেন, এবার নেমে যান। 'করপাড়া' এসে গেছে। এখান থেকেই খানিকটা

যাওয়া আসার পথে পথে

হেঁটে যেতে হয় ছয়ানি গুজরাট। যেখানে নামলাম, ওখানেই তপন কর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমরা হাঁটছি। একটা বিরাট ফাঁকা মাঠ। দিগন্ত প্রসারিত মাঠটার কাছে গিয়ে শিল্পী তপন উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমাদের ছোটবেলায় এখানে একটা হেলিকপ্টার হঠাৎ নেমে পড়েছিল। গোটা গ্রাম সেইসময় ঝেঁটিয়ে দেখতে এসেছিল। তখন থেকে এটার নাম হেলিকপ্টার মাঠ।'

ইটের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমরা একসময়

ধীরে ধীরে গাড়িটা ফাঁকা হতে শুরু করেছে। শেষপর্যন্ত গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আমরা দু'জন। কিছুটা পরে, ড্রাইভার বললেন, এবার নেমে যান। 'করপাড়া' এসে গেছে।

পৌঁছে যাই চিত্রশিল্পী তপন কর–এর বাড়ি। সেদিন সকালে এখানে চিত্রশিল্পীদের নিয়ে আঁকার কর্মশালা হয়েছিল। ওর রেশ এখনও আছে। ইজেলগুলো দাঁড় করানো। শিল্পীরা ওটার ওপর এঁকেছিলেন। একেবারে সহজভাবে গাছের ডাল কেটে ইজেলগুলো তৈরি হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের নাম ইজেলের গায়ে লটকানো। গ্রামীণ এলাকার ২০ জন শিল্পীকে নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন মুগ্ধ করেছিল। তপন বাবু বলছিলেন, 'ওদের প্রতিভা আছে। সেটাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র।' এরজন্য অবশ্য অবসরপ্রাপ্ত এই স্কুলশিক্ষক অসুস্থ শরীরে অনেক ধকল নিচ্ছেন। না, শুধু তিনি নয়। এই ধকল নিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র–কন্যারাও। তপন–এর সবরকম কাজের সহযোগী পরিবারের অন্যরাও। আর আছেন শিল্পী সবিতা মান্না। শিল্পী–দাদার সব কাজের সাথী তিনি।

রাত্রেই গ্রামটা ঘুরে দেখেছি। বাগনান ২ নম্বর ব্লকের হাল্লান গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামটির দক্ষিণে চিটুয়ার খাল, উত্তরে প্রাচীন বট গাছের নীচে দক্ষিণ রায়–এর পূজাঙ্গন, পূর্বদিকে দামোদর নদী, পশ্চিমে দুর্গাদহ শ্মশান। গ্রামে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে, ছয়ানি গুজরাট প্রাথমিক বিদ্যালয়। হাইস্কুলটা দেড কি.মি দূরে নাওদা নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাপীঠ। গ্রামে একটা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। শরীরে বড় কোনো রোগ হলে যেতে হয় ভাদুবেড়িয়ায়। খানিকটা দূরে।

পরের দিন সকালে দেখেছি, গ্রামের অর্থনীতি কেমন বদলেছে। বিঘের পর বিঘে জমি এখন ফুলের চাষ। বাড়ির বউ–ঝিরা সেই ফুলের বাগানে কাজ করছেন। ফুলের কাঁটা, জল যাতে না লাগে তার জন্য গায়ে বর্ষাতির মতন জড়ানো। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছেছি দামোদরের তীরে দেওয়ানতলা। নদীতে দুটো ছোট নৌকো। নদীর এপার–ওপার করে নৌকোগুলো। দূর গ্রাম থেকে অনেক যাত্রী এপারে আসেন। আবার ফিরে যান ওই পথে। দেওয়ানতলায় এক পীরের আস্তানা। পয়লা মাঘ এখানে বড় উৎসব হয়। হিন্দু–মুসলিম সব ধর্মের মানুষেরাই এখানে পীরের কাছে মানৎ করতে আসেন। মনের কামনা পূরণ হলে আবার আসেন। দেওয়ানতলায় বড়সড় গঞ্জ। অনেক দোকান। এখান থেকে জেলার নানা জায়গায় ট্রেকার, ম্যাজিক ভ্যান ছাড়ে। বাগনান যাওয়ার জন্য অনেকে হুটোপুটি করছেন। অফিস টাইমের তাড়া সকলের এখন। আমরাও একটা ম্যাজিক গাড়িতে উঠে বসি।

মাঙ্গলিকী

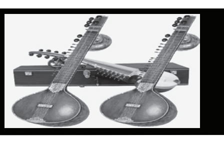

মাতৃসংঘের কল্পতরু উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১লা জানুয়ারি সন্তোষপুর (যাদবপুর) মাতৃসংঘের সদস্যরা অতি শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন করলেন কল্পতরু উৎসব। সারাদিন পূজাদির পর সন্ধ্যায় জমায়েৎ হলেন সাহিত্য সঙ্গীতের আসরে। ৪০ জনেরও বেশি মহিলা আসরে উপস্থিত। সঞ্চালনায় স্বনামখ্যাত সঞ্চালক (বাচিক শিল্পী, সঙ্গীত শিল্পী, ছড়াকারও বটে) ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস। সভাপতি গীতা পাঠে প্রাজ্ঞ বরিষ্ঠ ব্যক্তি কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমন্ত্রিত ছিলেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৮তে স্থাপিত হয় 'মাতৃ সংঘ'। ২০০০ সাল থেকে স্থায়ীভাবে প্রতি রবিবার আসর বসছে সুখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথের বাস ভবনের সুরম্য সভা ঘরে (ঘরে ঢুকলেই দেখা যাবে ডানদিকে বেদীতে স্থাপিত ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ–মা সারদা স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি। তার একটু ডান দিকে মহাদিদেবের মূর্তি। মাথার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূতি)। আর বাঁদিকের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ। অনুষ্ঠানের শুরু হল 'ওই ভুবন মনোমোহিনী'' রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমবেত পরিবেশনের মাধ্যমে। অংশগ্রহণ করলেন মঞ্জুশ্রী দাস, চন্দনা চক্রবর্তী, বিথী মুখোপাধ্যায়, লুসি দত্ত, মন্দিরা চক্রবর্তী, দেবী দাস, শেলী দে, পান্না চক্রবর্তী প্রমুখ। পরে সভাপতি কিছু রবীন্দ্রকাব্য আবৃত্তির প্রয়াস রাখেন।

এদিন বিশেষ উপভোগ্য ছিল স্বাগতা গাঙ্গুলির পরিচালনায় পরিবেশিত শ্রুতি নাটক, 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'– দারুণ পরিবেশন! অভিনন্দন যাঁরা অংশগ্রহণ করলেন তাঁদেরকে শীলা দাশগুপ্ত (রামচন্দ্র), আরতি নন্দী (লক্ষ্মণ) পাপড়ি নাথ (দূত), চন্দনা চক্রবর্তী (জাম্ববান), পাপিয়া রক্ষিত (সুগ্রীব), জয়া মুর্খাজী (বিভিষণ), বীথি ব্যানার্জী (হনুমান), লুসি দত্ত (বাঁদর) প্রমুখ।

এদিন বহু শিল্পী গানে গানে আসরকে হীরক দ্যুতিতে উজ্জ্বল করলেন। এঁরা হলেন দেবপ্রিয়া ভট্টাচার্য, পম্পা মণ্ডল প্রমুখ। আলাদাভাবে উল্লেখ্য সঙ্গীত শিক্ষিকা পাপড়ি নাথের বিবিধ সঙ্গীত পরিবেশন। সঞ্চালক ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাস শোনালেন তাঁর স্বরচিত কবিতা কয়েকটি। প্রতিটিই মননশীল রচনা। ডাঃ বিশ্বাসের প্রয়াত পিতা সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার, অন্যদিকে ছিলেন সম্পূর্ণ সাহিত্য সংস্কৃতি মনস্ক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি বিদেশি কবিদের বিবিধ ভাষায় রচিত কবিতার অনবদ্য বাংলা অনুবাদ করেন। সেই সব অনুদিত কবিতার সংকলন একটি বই সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন একালের এক সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ডঃ অপূর্ব বিশ্বাস। এদিন আসরে বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল— আসর হল উজ্জ্বল... সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শারদীয় আলিপুর বার্তা' সাহিত্য পত্রিকা থেকে পাঠ করলেন ডাঃ নিলাদ্রি বিশ্বাসের ছোটদের জন্য লেখা (বড়দেরও ভাল লাগবে) 'ভিন্ন গ্রহের পথ–পাঁচালি' কবিতাটি। পরে 'জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শাস্বত জাদু সম্রাট পি সি সরকারের কাহিনী। আবার মজার জাদুও দেখালেন... ডাঃ বিশ্বাসের হাতে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলে দিলেন 'শারদীয় আলিপুর বার্তা' সাহিত্য পত্রিকা।

এদিন সকলকে দেওয়া হল পুজোর প্রসাদ। সুস্বাদু খাদ্যের প্যাকেট। সমবেত সঙ্গীত 'রামকৃষ্ণের নামে ডাক এসেছে' পরিবেশনের মাধ্যমে আসরের সমাপ্তি ঘটল। এই প্রতিবেদক আগ্রহী রইলেন মাতৃ সংঘের আগামী দিনে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য।

বিশেষ সংযোজন : মাতৃ সংঘ ঠাকুর–মা–স্বামীজীর আদর্শ মেনেই কিছু সমাজ সেবার কাজও করেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুরে পাউসী গ্রামের একটি দুঃস্থ বালককে মানুষ করে তোলার সব দায়িত্ব নিয়েছেন— সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

নারীশক্তিই আমাদের সমাজের উন্নতি ঘটাতে পারে সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, সন্তোষপুরের 'মাতৃসংঘ' আগামী দিনে আমাদের সমাজে তাঁদের সমাজসেবা মূলক কাজের মাধ্যমে আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই তাঁদের একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করা উচিত, সকলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য।

ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের ''জিন্দেগী কে সাথ খেলো মাত''

ইন্দ্রজিৎ আইচ : ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের পরিচালনায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল ভারত সরকার নিউ দিল্লি সংস্কৃতি মন্ত্রালয়ের সহযোগিতায় ট্যাংরার সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে একটি মুখোশ ও পুতুল নাকক ''জিন্দেগী কে সাথ খেলো মাত''। সুজন নামে একটি শান্ত ভদ্র ছেলেকে কিছু কলেজের ছেলেরা র‍্যাগিং করে জোর করে নেশা করায় মজা দেখার জন্য। সুজন বাধ্য হয়ে নেশা করতে থাকে ও বন্ধুদের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে নেশার অন্ধকারে ডুবে যায়, এরপর সুজন পড়ালেখা ছেড়ে দেয় এমনকি নেশার জন্য চুরিও করতে থাকে ও মাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। শেষে অতিরিক্ত নেশার ফলে সুজনের শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। র‍্যাগিং এর ফাঁদে পড়ে সুজনের মতো অনেকেরই এমন অবস্থা হতে পারে। তাই যুব সমাজকে সাবধান ও সচেতন করতে মুখোশ ও পুতুল দিয়ে ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার ''জিন্দেগী কে সাথ খেলো মাত'' নাটকটি তৈরি করেছে। নাটক ও নির্দেশনা দিলীপ মণ্ডল। নেপথ্যে আছেন বাচিকে বিপ্লব সরকার, তীর্থঙ্কর রায়, সুস্মিতা ভৌমিক, ঝিনুক রায়, শুভ্রতুষার দেব। গানে আছেন তীর্থঙ্কর রায়, বিপ্লব সরকার, তনমনা রায়। সঙ্গীত পরিচালনা তরুণ মণ্ডল, শব্দ ও মঞ্চ সুজন ফলিয়া, সমীর ঘোষ। অভিনয় করেছেন সৌম্যজিৎ দাস, ইন্দ্রনীল দাস, চিরঞ্জিৎ দাস, নিখিলেশ সরকার, সুব্রত মণ্ডল, অজয় ফলিয়া, দিলীপ মণ্ডল, আশিস সরকার।

অশোকনগর পুরসভার সম্মাননা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার উদ্যোগে গত ৩০ জানুয়ারি অশোক নগর —কল্যাণগড় পুরসভা এলাকার দুর্গাপুজো, কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোয় যে সমস্ত পুজো কমিটিগুলি বিভিন্নভাবে সেরা পুজোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ক্লাবগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেন অশোকনগরের বিধায়ক ধীমান রায়, অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার, উপপুরপ্রধান সমীর দত্ত, অশোকনগর থানার ওসি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়, কাউন্সিলর চিরঞ্জীব সরকার, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা দত্ত, অতীশ সরকার, বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সুদেশ মুন্সী, পাঁচুগোপাল হাজরা, প্রলয় দত্ত, বঙ্কিম চক্রবর্তী প্রমুখ। পুরপ্রধান তার বক্তব্যে বলেন, 'পুজো কমিটিগুলি সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে সীমিত সামর্থের মধ্যে যে আকর্ষণীয় পুজো উপহার দিয়েছে' এই পুরস্কার তারই স্বীকৃতিস্বরূপ।' ওসি তার বক্তব্যে বলেন, 'আমি অশোকনগরে আসার আগে উত্তর চব্বিশ পরগনার বেশ কয়েকটি থানার এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটি থানার দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু অশোকনগরের মানুষের উৎসাহ এবং ভালবাসায় আমি মুগ্ধ। এতবড়ো পুজো এবং এই উৎসবের দিনগুলিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে পুলিশের শুরুতে সানাই পরিবেশন করেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পী শ্যামল নন্দী। সহযোগিতায় ছিলেন শিল্পী সজল নন্দী ও অজয় নন্দী। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পুরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিরঞ্জীব সরকার।

'রূপ'–এর চিত্রকলা প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর : জটিল এই সময়কে সরল ও মধুময় করে তুলতে ক্যানভাসই হয়ে ওঠে আনন্দের প্রতীক। কখনও জলরঙ, কখনও তেলরঙ কিংবা অ্যাক্রেলিক ছবি, অ্যাগ্রিক ছবি, ট্যাপেস্টি আঁকা ছবিগুলি শুধু জীবনের কথা বলে না, মনের অলিগলি খুঁজে বেড়ায়। রঙে রেখায় ধরা দেয় দুঃখ বেদনা কিংবা একাকিত্ব। কখনও জীবন হয়ে ওঠে আনন্দময়। কখনও তা বিষাদ ক্লান্ত। জীবনের পরম্পরাকে খুঁজে নিতে চায় কোনও কোনও শিল্পী। চন্দননগরে রূপ সংস্থার উদ্যোগে ১৮তম

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী চন্দননগর ঐতিহাসিক ফরাসি মিউজিয়ামে প্রায় ১৮ জন শিল্পীর একটি দুর্লভ ছবি ও বিরল ড্রইং পেন্টিংস এবং ভাস্কর্য যেন মানুষ ও জীবনের নানা রূপকে চিনিয়ে দেয়। উজ্জ্বল অথবা ছায়াঢাকা রঙের ব্যবহার মনকে নাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে শিল্পী গৌতম চৌধুরীর আঁকা পুরানো দোতলা বাড়ি অসাধারণ। শিল্পীর তুলিতে সঙ্গত তারুণ্যের উচ্ছ্বলতা। শুধু শিল্পীদের ছবি নয়। আছে অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ ভাস্কর দাসের ছবি। এমন কি ঠাঁই পেয়েছে শিক্ষকদেরও শিল্পকর্ম। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মন ভালো হয়ে যায়। এই প্রদর্শনী চন্দননগর ফরাসি মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারিতে ২০ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। শিল্পীরা ছিলেন সোমনাথ চক্রবর্তী, সুদীপ সাহা, মলয় দাস, প্রদীপ সুর, অভিজ্ঞান সেন মজুমদার, ঊর্মিমালা দাস, গৌতম চৌধুরী, শ্রাবণী ভড়, তাপসী দাস, শুভ্রমালা, জয় সাহা, অর্পিতা চক্রবর্তী, মানস রায় প্রমুখ চিত্রশিল্পী।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

শাব্দ

(সপ্তম সংখ্যা ১৪২২ / সম্পাদক – কেয়া চট্টোপাধ্যায়) ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যা বাউল/ফকির সংখ্যা হিসাবে উতসর্গীকৃত। বাংলার লোক–সংস্কৃতির এই ধারাটি নিয়ে একাধিক রচনা রয়েছে এই সংখ্যায়। বাউল/ফকিরদের জীবন–দর্শন ও জীবন–যাত্রার কথা ফুটে উঠেছে উতপল ফকির ও লীনা চাকীর নিবন্ধ দুটিতে। এই পর্বে অরুণ কুমার চক্রবর্তী–র কবিতাটি বাউলসাধন ক্রিয়া–র সন্ধান দিয়েছে। কবিতা বিভাগ–টি অত্যন্ত বলিষ্ঠ। নাসের হোসেন, ডি. অমিতাভ, সৈয়দ কওসর জামাল, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ সাদ্দাম হোসেন, অজয় দেবনাথ প্রমুখ বেশ উজ্জ্বল। প্রধান সম্পাদক কল্যাণ চৌধুরীর কবিতা গুচ্ছ পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তবে গুচ্ছ কবিতার শর্ত কয়েকটিতে বোধহয় লঙ্ঘিত হয়েছে, তবে বিষয়ের বলিষ্ঠতা সেটুকু বিচ্যুতি ঢেকে দিয়েছে। কিশোর ঘোষালের চোত–বোশেখের গল্প, আমাদের স্মৃতির সরণীতে আলো ফেলে। তাপস গুপ্তের গল্পটির মজা ঠিকঠাক উপভোগ করা গেল না। অর্ণব দাসের গল্পটি (ইটস্ ওকে) উতরে গেছে তবে নায়ক–নায়িকার বিচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়াস–টি বেশ উদ্ভট। পত্রিকার শুরুতেই বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়ার)–এ শুভেচ্ছা মন ছুঁয়ে যায়। শেষের পাতায় ওঁর একটি জগত–খ্যাত যাদুর নেপথ্য কথা জানালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (পত্রিকার ঠিকানা – ফ্ল্যাট বি/১৭, সত্যম আবাসন, ৭ রেজাউল করিম সরণী, গোরাবাজার, বহরমপুর – ৭৪২ ১০১ (মুর্শিদাবাদ) / 919734494609 / 919433490014 ই–মেল shabdomag@gmail.com)

মন ক্যামেরা

(সম্পাদক – রূপালী বিশ্বাস) (January 2016 দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা) পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যায় গদ্য রচনার সমাবেশ ঘটেছে। শচীদুলাল পাল, অরিন্দম বারিক, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, বিভু মুখোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা মাজি। সম্পাদিকার নারী না দেবী গল্পটিতে জনৈক মমতাময়ী সেবিকার কথা উঠে এসেছে। এটিকে অবশ্যই ব্যতিক্রমী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কারণ সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবাংলায় বিতর্কিত সেবা(?)–র এত মর্মস্পর্শী ও নির্মম ঘটনা ঘটেছে তা জানার পরে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা উঠলে আতঙ্ক চেপে বসে! সাংস্কৃতিক খবরে বিস্তর গোলমাল, শর্মিষ্ঠা মাজি সম্পাদিত পত্রিকার নাম পুরুলিয়া! এছাড়াও কিছু উদ্ভট বাংলা বানান চোখে পড়ল, কবি সুবল মাইতি–র নাম সুবোল হয়েছে। অক্ষর বিন্যাসে বেশ বিলাসিতা দেখা গেল, নাকি লেখার অপ্রতুলতা! প্রচুর অংশ স্রেফ ফাঁকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, শুভেচ্ছা–বার্তার জন্য গোটা একটি পাতা বরাদ্দ হয়েছে। সম্পাদকীয়–র নীচে সম্পাদকের নাম ও পেশার উল্লেখ কেন? (পত্রিকার ঠিকানা – ৭৮ মাখলা মানিকতলা, পোঃ মাখলা, উত্তরপাড়া, হুগলী/ফোন – 92300 66771)

কবিতার জন্য আমি

(১৫ তম বর্ষ / সপ্তম সংখ্যা / কার্তিক ১৪২২) (সম্পাদক রীণা কুণ্ডু) কবিতা বিষয়ক পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যা কবি নজরুলের উদ্দেশে নিবেদিত। ডঃ সর্বজিত যশ, কাশীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাণা রায়ের নিবন্ধগুলি সুলিখিত, নজরুলের সাথে আমাদের নতুন করে পরিচয় ঘটে। শঙ্কর সাহা, সাতকর্ণী ঘোষ, সনত ভট্টাচার্য, তন্দ্রা ভট্টাচার্য, সৌমেন নন্দী প্রমুখেরা অল্প আঁচড়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সম্পাদিকার লেখা নিবন্ধ–টির (বীজ রেখে গেছো ..) সাথে নজরুলের কোথায় যোগসূত্র রয়ে গেছে ধরা গেল না। (পত্রিকার ঠিকানা – উর্মিননী, কালনা রোড, দেশবন্ধুনগর, বর্ধমান–৭১৩ ১০১ / 9609667996)

উত্তর তরঙ্গ

(বইমেলা সংখ্যা ১৪২২ / সম্পাদক কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়) ষান্মাষিক পত্রিকাটি

অরূপ রতন

নির্মাণ বেশ ছিমছাম কিন্তু সম্পাদকীয় পড়তে গিয়েই হ্যাঁচেট লাগে। বইমেলা সংখ্যার সম্পাদকীয় সূচনায় আশ্বিনের শারদীয়া বন্দনা কেন! বর্তমান সংখ্যাটি কে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের বইমেলা সংখ্যা (!) বলে উল্লেখিত হয়েছে দ্বিতীয় ছত্রে। সাগর চক্রবর্তীর সাহসী কবিতা গোড়াতেই। ৩৮ পাতার পত্রিকায় কবিতায় মাত্র ৬ টি পাতা কবিতার জন্য বরাদ্দ হয়েছে, কবি–রা একটু বুঝি মনঃক্ষুন্ন হবেন। গদ্যাংশেও সাগর চক্রবর্তী সিংহভাগ জুড়ে দুটি ধারাবাহিক নিবন্ধে (কবিতার বিশয় আশয় ও মা নিষাদঃ) হাজির। নিবন্ধ–দুটিই পাঠকদের ঋদ্ধ করে। গণপতি ঠাকুরের নিবন্ধটিও (দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস) সুলিখিত। (পত্রিকার ঠিকানা – ২/৯ই, শহিদ নগর, কলকাতা – ৭০০ ০৩১ / 96741244690)

গ্রামোন্নয়ন কথা

(শারদ ১৪২২ সংখ্যা – সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই) – আগাগোড়া নিবন্ধ–আশ্রিত পত্রিকা, বর্তমান সংখ্যাতেও সুনাম অক্ষুন্ন রয়েছে! সংগ্রহশালা গঠনের ইতিহাস (ডঃ বিজন কুমার মণ্ডল) আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। বাকি ন–টা নিবন্ধ বিষয় বৈচিত্রে প্রত্যেকে অনন্য। অর্চনা দত্ত লিখিত প্রথম বাঙালী ডাক্তার (ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী), প্রণব চৌধুরী বাংলা ছড়াকার ব্রজেন্দ্র নাথ ধর কিংবা ডঃ ফাল্গুনী ভূঁইয়া–র লোকসংস্কারের উপর নিবন্ধ – প্রতিটি লেখাই অমূল্য বিশ্লেষণ ও তথ্যে সমৃদ্ধ। পট শিল্প নিয়ে লিখেছেন সৌমেন রায়। সব মিলিয়ে গোটা সংখ্যাটিই সংগ্রহযোগ্য।

এমন একটি জরুরি কাজের নেপথ্য মানুষ–টির (অমৃতলাল পাড়ুই) নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সক্ষমতা–কে সাধুবাদ জানাতেই হয় (পত্রিকার ঠিকানা – এজিপি ভবন, গ্রা – আশুরালী, পোঃ সাধুরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা–৭৪৩ ৫০৪ (03174–202444 / 9732848728) ই–মেল agpamrita@gmail.com)

বন কেটে বসত, উদ্বাস্তু জীবনের সংগ্রাম কাহিনী

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

কয়েকদিন হল সুন্দরবনের ঝড়খালি গ্রামে এসেছি। বড়ো গ্রাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, বাসন্তী থানার মধ্যে। আছি স্কুল পাড়ায় (ঝড়খালি ৪নং) সুখরঞ্জন মিস্ত্রীর বাড়িতে।ঝড়খালি গ্রাম চার ভাগে বিভক্ত– ঝড়খালি১নং,ঝড়খালি ২নং, ঝড়খালি ৩নংও ঝড়খালি৪নং। এক একটা নম্বরের মধ্যে ছোটো ছোটো একাধিক পাড়া আছে। পাড়াগুলোর নাম বেশ। যেমন, মাস্টারপাড়া, আশ্রমপাড়া, স্কুলপাড়া, মালিপাড়া, শেষপাড়া প্রভৃতি। ঝড়খালি বাজার থেকে ঝড়খালির শেষ প্রান্ত অর্থাৎ নদীর বাঁধ পর্যন্ত চার কিলোমিটার। আমি যে–পাড়ায় ছিলাম সেখান থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার। পুরো রাস্তাটা পিচের। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঐ চার কিমি রাস্তাটুকুর জন্য পরিবহন বলতে একমাত্র ইঞ্জিনভ্যান। অনেকেই সাইকেলে যাতায়াত করেন।বিশেষ করে স্কুলের ছেলেমেয়েরা। এতে তাদের পয়সা এবং সময় দু'টোই বাঁচে। নদীর বাঁধ থেকে ঝড়খালি বাজার পর্যন্ত ইঞ্জিন ভ্যানের ভাড়া দশ টাকা। পিচের রাস্তা থেকে যে–রাস্তগুলো বিভিন্ন পাড়ার মধ্যে চলে গেছে, সবই ইটের ডবল সোলিং রাস্তা। এসব রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলো সারিবদ্ধ ভাবে এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির সামনের কিছুটা করে জায়গা উন্মুক্ত। অনেকে সেখানে সবজি চাষ করেছন। কেউ কেউ ফাঁকা রেখেছেন।

ঝড়খালি এলাকার জনবসতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মাল।সেই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে কথা বলি। তাঁদের বক্তব্যের মূল সুর এক। এখানে একজনের সঙ্গে কথপোকথনের কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলাম। এর থেকে এই এলাকার জনবসতি সম্পর্কে পাঠকের অন্তত কিছুটা ধারনা হবে। আমি কথা বলেছিলাম অনিল মিস্ত্রীর সঙ্গে। এখন তাঁর বয়স ৭৮ বছর। বাবার নাম সতীশ মিস্ত্রী। বাড়ি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। খুলনা জেলার রামপাল থানায়। দেশভাগের কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা সাম্প্রদায়িক হিংসার শিকার হয়েছিলেন। অনিলবাবু জানালেন, পনেরো–ষোল বছর বয়সে বাবা–মার সঙ্গে ভারতে চলে আসেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয় জন। বাবা–মা, দুই ভাই ও দুই বোন। বিষয়–সম্পত্তি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। বিক্রি করতে পারেন নি। সম্বল বলতে, সামান্য কিছু জমানো টাকা। আমি অনিলবাবুর কাছে জানতে চাইলাম, ভারতে প্রবেশ করে বাবা–মার সঙ্গে প্রথমে আপনি কোথায় উঠলেন?

– শিয়ালদা স্টেশনে। কোথায় যাব আমরা জানি না। পরের দিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হল উল্টোডাঙা ক্যাম্পে। সেখানে পনেরো দিন ছিলাম। তারপর ঘুসুড়ি ক্যাম্পে। সেখান থেকে বীরভূম জেলায় সিউড়ি ক্যাম্পে। তারপর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া ক্যাম্পে, পরে কৈঝুড়ি ক্যাম্পে। শেষে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে নিয়ে এলো। বর্তমানে ঝড়খালি বাজার যেখানে, সেখানে ক্যাম্প করে আমাদের রেখেছিল। কতজন শরণার্থী সেখানে ছিলেন?

– ৭৫০টা পরিবার ঝড়খালি ক্যাম্পে ছিলাম। প্রত্যেক পরিবারকে একটা করে তাঁবু দেওয়া হয়েছিল। সেই তাঁবুর মধ্যেই খাওয়া–বসা–শোয়া সবই করতে হত।

– খুব কষ্ট করেই থাকতে হত।

– কী আর করা যাবে। ভারতে ঢোকার পর থেকেই তবু তো আমরা সরকারি ক্যাম্পে থাকা খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। অনেকে হয়তো তাও পায়নি। ঐ ঝড়খালি ক্যাম্পে থেকেই বাবা বোনকে বিয়ে দিয়েছে। আমাকেও বিয়ে দিয়েছে।

– ঝড়খালি ক্যাম্পে আমরা বছর খানেক ছিলাম। তারপর সরকারি জায়গা পেয়ে আমরা ৭৫০টা পরিবার ক্যাম্প ছেড়ে নিজের নিজের জায়গায় চলে গেলাম। প্রত্যেকটা পরিবারকে দশ কাঠা জমির ওপর সাড় ছয় হাজার মাটি কেটে পুকুর আর বাস্ত করে দিয়েছিল। সঙ্গে সাড়ে নয় বিঘে চাষের জমি। পাড়ায় পাড়ায় পানীয় জলের টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছিল।ঘর বাঁধার ও চাষের খরচের জন্যে পরিবার পিছু ১১০০টাকা করে লোন পেয়েছিলাম। এ ছাড়া পরপর তিন বছর মেনটেনান্স খরচ বাবদ সরকার থেকে কিছু টাকা দিয়েছিল। টাকার পরিমাণ কত ছিল, এখন আমার ঠিক মনে নেই। তখন বাবাই সব করত।

– তাতেই কি চলে যেত?

– না না তাতে হত না। সদ্য সদ্য জঙ্গল সাফ করে, সেই জমিতে চাষ করা বড়ো কঠিন। তাতে যা ফসল ফলত তাতে কোনও পরিবারের সারা বছরের খোরাকি হত না। অন্যভাবে কিছু কিছু রোজগার করে সংসার চালাতে হত।

আমি কলকাতায় থেকে জন মজুরের কাজ করতাম। রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে ছিলাম। পরে কাজ শিখে রাজমিস্ত্রী হয়েছিলাম। তখন রোজগারও বেশি হত।

– আপনি কখনও মাছ–কাঁকড়া ধরেননি?

– হ্যাঁ, প্রথমের দিকে মাছ ধরতাম। দশ টাকা দিয়ে একটা ছোট নৌকো ভাড়া করেছিলাম। নৌকোতে তিনজন করে যেতাম। নদীতে বঁড়শিতে মাছ ধরতাম। কাঁকড়া কোনদিন ধরিনি। আমার এসব ভাল লাগত না। আমি বেশিরভাগ সময় রাজমিস্ত্রীর কাজ করতাম। পরে কলকাতার বাইরেও নানা জায়গায় কাজ করেছি।

– এখানে জমিজমা চাষবাস, ঘর–সংসার দেখাশোনা কে করত?

– আমার পাঁচটা ছেলে, দু'টো মেয়ে। তখন দু'টো ছেলে হাতে ধরা হয়ে গেছে। তারাই নিজেরাই চাষবাস করে নিত। ইতিমধ্যে আমরা দু'ভাই জায়গা–জমিটা দু'টো সমান ভাগে ভাগ করে নিলাম। চাষের জমি অর্ধেক হয়ে গেল। জমি কমে গেল বটে, তবে ফলনও ধীরে ধীরে বাড়ল। বড়ো ছেলেটা একটা বোট কিনেছিল। সেই বোট নিয়ে জঙ্গলে কাঁকড়া ধরত। নিজে বেশি যেত না। মোড়ের মাথায় একটা ভিটে ছিল। সেখানে কাঁকড়ামারাদের কাছ থেকে কাঁকড়া কিনে জড়ো করত। তারপর সেগুলো বিভিন্ন আড়তে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। আর বোটে যারা যেত, তারা মাথাপিছু দু'টো করে টাকা দিত। তখন এভাবেই চলে যেত।

অনিলবাবুর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনটে ছেলেরও বিয়ে হয়েছে। নাতি নাতনি আছে। তারা সব ইশকুল কলেজে পড়ছে। দুটো ইঞ্জিন বোট আছে। ভাড়ায় খাটে। দু'টো ছেলে নরেন্দ্রপুরে থাকে। দু'জনেই রোজগার করে।

সব ছেলেদের মধ্যে সদ্ভাব আছে। অনিলবাবু সবাইকে নিয়ে ভালই আছেন।

আপনি তো আপনার পরিবারের টিকে থাকার কথা বিস্তারিত বললেন। এবার আপনার পাড়ার ও পাশাপাশি পাড়ার আন্যান্য শরণার্থী পরিবারদের কথা একটু বলুন। আমি অনিলবাবুকে অনুরোধ করলাম।

– আপনি তো ক'দিন ধরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছেন, বাড়ি বাড়ি যচ্ছেন, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে কথা বলছেন। আমি আর নতুন কী বলব?

– আপনার মতামত একটু জানতে চাইছি।

– মানুষের রোজগার আগের চেয়ে বেড়েছে। আগের চেয়ে ভালো আছে। মাছ–কাঁকড়া–মধু থেকে ভালো আয় হচ্ছে। আগাম টাকায় কিংবা বন্ধকে জমি নিয়ে নিজেরা চাষ করছে। এখন যে–ধানের চাষ হয়, তার ফলন বেশি। প্রায় প্রত্যেকের ঘরে খোরাকি আছে। যার সুযোগ আছে বোরো ধানের চাষ করছে। সবজি ফলাচ্ছে। মানুষের হাতে পয়সা এসেছে। গ্রামে–গঞ্জে, হাটে–বাজারে দোকান–টোকান বেড়েছে। গ্রামের মানুষ এখন কাজে–কর্মে বাইরে যাচ্ছে।

পাড়ার মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ্য করেছি, সব পাড়াতেই টিউবওয়েল আছে। কোথাও কোথাও একাধিক আছে। ঐসব এলাকাতে পানীয় জলের অভাব তো দূর হয়েছেই, গ্রামের অনেককেই টিউবওয়েলের জলে নিয়মিত রান্না–বান্না ও চান করতেও দেখেছি। শীতের সকালে শিশু থেকে বৃদ্ধ কাউকে খালি পায়ে হাঁটতে দেখিনি। প্রত্যেকের গায়ে শীতের পোশাক আছে। গ্রামের বাড়িগুলোতে বিদ্যুৎ এসেছে। বিদ্যুতের কল্যাণে অনেক বাড়িতেই টিভি। পাড়ার ভেতর দিয়ে হাঁটার সময়, ছোট ছোট ছাতার মতো অ্যান্টেনা নজরে পড়ছে। দু'চারটে খড়ের ঘরের চালেও এদের শোভা পেতে দেখেছি। যদিও আইলার পর খড়ের ঘরের সংখ্যা আনেক কমে গেছে। প্রত্যেক বাড়ির বাচ্চরা আজকাল স্কুলে যায়। খোঁজ নিয়ে জেনেছি সব বাড়িতে প্রতেকেই দু'বেলা খেতে পায়। এখন ঘরে ঘরে মোবাইল। অনেক ঘরে একটা নয়, একাধিক আছে। বাড়ি বাড়ি না হলেও, পাড়ায় পাড়ায় কিছু কিছু সাইকেল আছে। কোথাও কোথাও বাইকও দেখেছি।

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০

টি–২০ বিশ্বকাপের আগে অজিদের হোয়াইট ওয়াশ টিম ইন্ডিয়ার

কমল নস্কর

গতবারের সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একদিনের সিরিজে হারের পরেও ভারত টি–২০ তে যে পাল্টা জবাব দিল তা নিয়ে লিখেছিলাম। ৩ ম্যাচের সিরিজে ভারত প্রথম ম্যাচ জিতলেও একেবারে অজিদের এইভাবে ধুইয়ে দিয়ে যাবে, মানে হোয়াইট ওয়াশ করবে এতটা আশা করতে পারিনি। অথচ সেটাই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে বীরদর্পে করে দেখাল ধোনি বাহিনী। ভেঙে তুবড়ে দিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার যাবতীয় অহংকার। ভারতের এই অজি বধে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের সঙ্গে সমানে যাদের নাম করতে হবে তারা এই টি–২০ সিরিজের জন্যই উড়ে এসেছে। এদের মধ্যে তৃতীয় ম্যাচ জিতে হোয়াইট ওয়াশের কাজ সাঙ্গ করতে সুরেশ রায়না এবং যুবরাজ সিংয়ের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক জড়তা কাটিয়েও শেষ ওভারে যেভাবে যুবরাজ পর পর চার–ছক্কা হাঁকালেন তাতে বলে দেওয়া যায় আগামী টি–২০ বিশ্বকাপেও দলে পাকা জায়গা করে নিলেন তিনি। সুরেশ রায়না যেভাবে ঠান্ডা মাথায় দাদাগিরি দেখালেন অস্ট্রেলিয়ান বোলিংয়ের ওপর তাও নজর কাড়ার মতো। সব মিলিয়ে টি–২০ বিশ্বকাপের আগে ভারত আবার র‍্যাঙ্কিংয়ে দুনিয়ার এক নম্বর। একইভাবে টেস্টেও শীর্ষে থাকল ভারত। শুধুমাত্র পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে ভারত এখন দুনিয়ার ২ নম্বর। সব মিলিয়ে ২০১১ সালের বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলে যে স্পিরিট দেখা গিয়েছিল তাই যেন ফিরে আসছে ধোনির কেরিয়ারের শেষ লগ্নে। এই দলটাতে ২০১১ বিশ্বজয়ী ব্রিগেডের অনেকেই রয়েছেন। যুবরাজ, হরভজনের সিনিয়রদের মতো উপস্থিতি আশিস নেহরা, যে আবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ২০০৩ বিশ্বকাপের রানার্স ভারতীয় দলের সদস্য।

অস্ট্রেলিয়ান থিওরি বা একটু বিশদে গেলে বলা যায় গ্রেগ চ্যাপেলের নবীন রক্ত আমদানির তত্ত্ব একেবারেই খাটছে না ভারতীয়দের সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের মাঝে। অথচ এই ভারতীয় দল এক বছর আগে এতটাই সাদামাটা খেলছিল যে পাতে দেওয়া যাচ্ছিল না। সেই ভারতীয়দের হাতে এখন জয়ের স্টিয়ারিং। আসলে তখনকার ভারতীয় দলে এই ক্রিকেটারদের সিংহভাগ থাকলেও তারা ফর্মের ধারে কাছে ছিল না। তাই দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ঘরের মাঠেও কোণঠাসা ছিল ভারত। সেই শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়নারাই এখন আগুনে ফর্মে। অন্তত টি–২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত এর রেশ ধরে রাখতেই হবে।

এত কিছু ভালো উপাদানের মধ্যেও ভারতীয় বোলিং যথেষ্ট চিন্তায় রেখেছে ধোনিকে। সেটা তিনি বারবার ব্যক্ত করেও ফেলছেন। ভারতের প্রধান শক্তি কোনও দিনই বোলিং নয় ব্যাটিং তা বোধহয় ছোট এক শিশুও জানে। কিন্তু এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের বোলাররা এতটাই কুৎসিত বল করছে যা অধিনায়ককে এত আনন্দের মধ্যেও টেনশনে রেখে দিয়েছে। এই জায়গাটা বিশ্বকাপের আগের মেরামত হয়ে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সুখের কথা এই যে ভারতীয় পেসারদের এত ব্যর্থতার পরেও ভারতের স্পিনাররা টি–২০ তে ঠিকঠাক জায়গায় বল ফেলেছেন। এদের তালিকায় রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে যোগ হয়েছে যুবরাজ সিং–সুরেশ রায়নারাও। তার ওপর ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ থাকায় স্পিনাররা যে বাড়তি সুবিধা পাবে তা বলাইবাহুল্য।ফলে দুর্ধর্ষ ব্যাটিং লাইন আপ আর মোটামুটি ম্যানেজ করে দেওয়ার মতো বোলিং থাকলে ভারত এবারের টি–২০ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে।

ভারতীয় সুখের সংসারে রোহিত শর্মা আর বিরাট কোহলির ব্যাটিংয়ের কথা সবার আগে তুলে ধরতে হবে। ৫০ ওভারের সিরিজ হোক আর টি–২০ সবেতেই ধারাবাহিকভাবে সেঞ্চুরি–হাফ সেঞ্চুরি করে গিয়েছেন রোহিত। সব থেকে বড় কথা ভারত অজিদের কাছে একদিনের সিরিজে ১–৪ হারলেও ম্যান অফ দি সিরিজ হয়েছেন রোহিত। আর বিরাট যে রাজকীয় মেজাজে ব্যাট করেছেন তা বহুদিন পর তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। বস্তুত বিরাটের ব্যাটে যেন ম্যাচ জেতানোর ঠিকানা লেখা থাকছে।

এর পাশাপাশি ওপেনিংয়ে রোহিতকে প্রায় প্রতি ম্যাচেই যোগ্য সহায়তা করেছে শিখর ধাওয়ান। সুরেশ রায়নাও নামের প্রতি সুবিচার করেছে। অধিনায়ক ধোনি বা যুবরাজ তো একটা চান্সেই কামাল করেছেন। সব মিলিয়ে অ্যাডভান্টেজ টিম ইন্ডিয়া। অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্য দুয়ের মিশেলে ভরপুর ভারতীয় দলের অপ্রতিরোধ্য গতি নজরে এসেছে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। বিদেশের মাটিতে এতটা শক্তির বহর যাদের তারা দেশের মাটিতে ভালো খেলবে এটা তো খুবই স্বাভাবিক। যুবরাজ তার অভিজ্ঞতা দিয়ে অলরাউন্ড পারফরমেন্স তুলে ধরলে পোয়া বারো টিম ইন্ডিয়ার।

ফুটবল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডানকুনি ঘড়িয়াল সাতঘরা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজিত ২১তম স্বর্গীয় গৌরমোহন ঘোষ ও ঝর্না মন্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ৩১ জানুয়ারি জেলার সেরা ৮টি ক্লাব নিয়ে প্রতিযোগিতার ফাইনালে সাতঘরা বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ২–১ গোলের ব্যবধানে হারায় আরামবাগ ফুটবল একাদশকে। ফাইনাল খেলা শুরু হওয়ার আগে সারা মাঠ ব্যান্ড পরিক্রমা করে। এই টুর্নামেন্টটি ঘিরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। এদিন ম্যান অফ দি ম্যাচ হন অভিষেক চক্রবর্তী এবং টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা আরামবাগ ফুটবলাররাই আগামীদিনে কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলবে যদি তারা আরও বেশি খেলার সুযোগ পায়। ফাইনাল খেলার দিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অতীত দিনের প্রাক্তন ফুটবলার উত্তম মুখার্জি, সঞ্জয় মাজি, সুখেন সেনগুপ্ত, সমাজসেবী সুবীর মুখার্জী, সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য অরূপ ঘোষ প্রমুখ।

সাগরে জমজমাট ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাগর ব্লকের সুমতিনগর রবীন্দ্রস্মৃতি সংঘের পরিচালনায় সুমতিনগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চেমাগুড়ি নদীর তীরে অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুমতি নগর ‘‘রবীন্দ্রক্রীড়াঙ্গনে’’র মাঠে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করল। চরম উত্তেজনায় ভরা ফাইনালে দক্ষিণ হারাধনপুর মনসা মাতা বালক সংঘ (মাইতির চক) ১–০ গোলে আয়োজক সুমতিনগর রবীন্দ্র স্মৃতি সংঘকে হারিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন স্ট্রাইকার গোবিন্দ পট্টনায়েক। চ্যাম্পিয়ানস দলকে সুদৃশ্য ট্রফি ও নগদ ৪ হাজার এক টাকা এবং রানার্স দলকে সুদৃশ্য ট্রফি ও নগদ ৩ হাজার ১ টাকা প্রদান করা হয়।

দক্ষিণ হারাধনপুর মনসা মাতা বালক সংঘের খেলোয়াড় নিতাই প্রামাণিক ম্যান অফ দি ম্যাচ এবং গোবিন্দ পট্টনায়েক শ্রেষ্ঠ গোলদাতা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য এই ফুটবল প্রতিযোগিতাটি বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী রাজেন্দ্র নাথ খাঁড়া আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন।

ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি ধারাভাষ্যকার অশোক কুমার মণ্ডল, বিশিষ্ট অতিথি অনাথ বন্ধু পাত্র, প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদক দিলীপ পাল ও সভাপতি সুদর্শন জানা, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অমর দাস, বনমালী মণ্ডল, দীনেশ পাল, ডাক্তার অসিত বরণ সাহু সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থেকে ফুটবল খেলার মান উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

সজল প্রধান, শ্রীবিন্দু দোলুই, শান্তি গোপাল দাস, শ্যামাপদ মন্ডল রেফারি হিসাবে খেলাগুলি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন। উল্লেখ সাগর এলাকায় প্রতিভার কোনও অভাব নেই। দরকার শুধুমাত্র একটু মেধা অন্বেষণের। তাও সঠিক পদ্ধতি মেনে। তাহলে দেখা যাবে বাংলার ফুটবলকে অচিরেই সমৃদ্ধ করে তুলছে সাগর। এই দিকে সরকারের দৃষ্টিপাত বিশেষ প্রয়োজন।

পুলিশ ফুটবল কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া ডিভিশনে শেওড়াফুলি জিআরপি–র ব্যবস্থাপনায় বৈদ্যবাটি বিএস পার্ক মাঠে এক সামাজিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে একদিনের আট দলীয় নক আউট পুলিশ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই ফুটবল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে সারাদিন ধরে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে উৎসাহ–উদ্দীপনা ছিল বিপুল। একাধিক উত্তেজক ম্যাচ পেরিয়ে ফাইনালে মুখোমুখি হয় শেওড়াফুলি মডার্ন অ্যাথলেটিক ক্লাব ও ডানকুনি দক্ষিণ সুহৃদ সংঘ। খেলা নির্ধারিত সময়ে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। শেষ পর্যন্ত ট্রাইব্রেকারে ৩–২ গোলে মডার্ন অ্যাথলেটিক ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয়। শেওড়াফুলির জিআরপি অফিসার ইনচার্জ ফুটবল প্রেমী গোপাল গাঙ্গুলির উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হয় সুহৃদ সংঘের পান্নালাল পাল এবং ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হয় মডার্ন অ্যাথলেটিকের শুভাশিস চক্রবর্তী। দলগুলির হাতে পুরস্কার তুলে দেন চাঁপদানি বিধানসভার বিধায়ক মুজফফর খান, ফুটবলার তপন নাগরাজ, শেখ ফেলু, শেওড়াফুলি সাব–ইন্সপেক্টর দিলীপ কুমার দে। ফাইনাল খেলাটি পরিচালনা করেন গৌতম চক্রবর্তী।

তেলিনীপাড়া ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বালক সংঘ

মলয়সুর: ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়ায় মহাবীর সংঘ আর জি পার্টি শাস্ত্রী ব্যায়াম সমিতির যৌথ উদ্যোগে চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা তেলিনীপাড়া মিল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতা ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি নক আউট পর্যায়ে দিবারাত্রি হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন জাঁকিয়ে বসা শীতের আমেজে নৈশ ফুটবল ফাইনাল খেলায় শিশু বালক সংঘ ৩–১ গোলের ব্যবধানে জয় মা কালী স্পোর্টিংকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি লাভ করে। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলকে সুদৃশ্য ট্রফি, নগদ একুশ হাজার টাকা এবং রানার্স দলকে সুদৃশ্য ও নগদ পনেরো হাজার টাকা প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে প্রধান অতিথি ছিলেন ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন প্রবীন চেয়ারম্যান দেব গোপাল চক্রবর্তী, সিপিএমের কাউন্সিলর গৌতম সরকার, নরেশ চন্দ্র দাস, মহম্মদ নাসিম, তৃণমূল কংগ্রেসের দীপক চক্রবর্তী (বুবাই), বিজেপির বেবি তেওয়ারি। এঁরা ছাড়াও ছিলেন বিরোধী নির্দল কাউন্সিলর রাজ সাউ। তাঁরই নেতৃত্বে এই টুর্নামেন্টটি পরিচালিত হয়। লাল বাবু সিং গুড়া চৌধুরী, বাসুদেব চৌধুরী, কিশোর চৌধুরী (ফুটবলার)। খেলার ধারাবিবরণী দেন অরুণ সিং। ভদ্রেশ্বর পুরসভা তৃণমূল (কং) দখলে থাকা থেকে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর বাম–কংগ্রেস–বিজেপি ও নির্দল প্রার্থীরা। সকলেই জোট গড়ার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে চায়। এদিন ফুটবল ফাইনাল মাঠে তা আরও একবার স্পষ্ট হল। যদিও খেলার মাঠে রাজনীতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কথা বলে সকলেই। কিন্তু পরক্ষণেই কাজের মধ্যে সেই রাজনৈতিক আচার তুলে ধরে। এই দিকটা যত বেশি বাড়বে খেলার থেকে সংকীর্ণ রাজনীতি বাড়বে। তাই খেলার মাঠে শুধু খেলা আপ্ত বাক্য মাথাথ রাখা উচিত সকল রাজনীতির কেষ্টবিষ্টুদের। এই দিন প্রচুর দর্শক খেলোয়াড়দের উৎসাহ প্রদান করেন। বস্তুত এই সাধারণের সমর্থন এই প্রতিযোগিতার প্রাণ।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

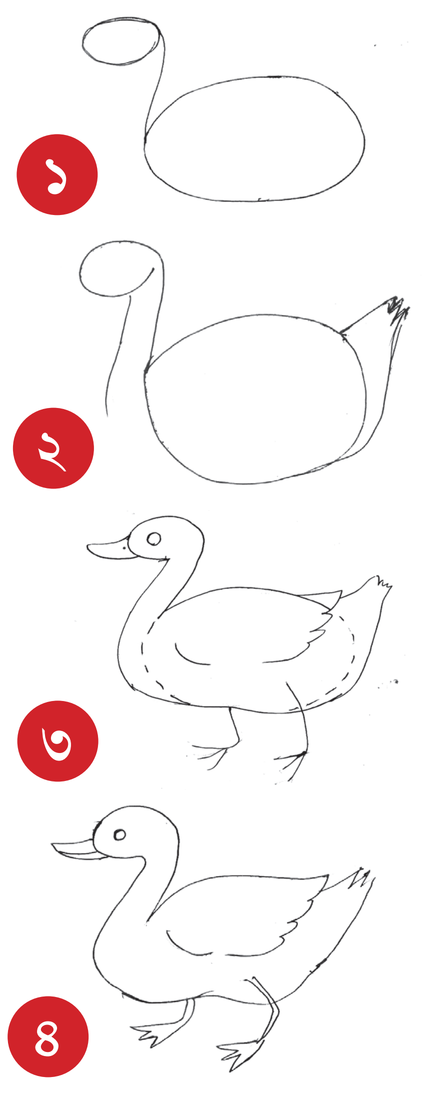

নেতার জন্ম ও মৃত্যু

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন। বিদ্যালয়ে নতুন কিছুর প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে উনি শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সামনেই সরস্বতী পুজা। প্রিন্সিপাল প্রস্তাব রাখলেন, বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজা করতে হবে। অনেকেরই আপত্তি, হাতে সময় বেশি নেই, সিলেবাসের আর পড়াশুনোর এত চাপ। এত স্বল্প সময়ে সব আয়োজন করা অসম্ভব। একমাত্র সৃজা আন্টির ইচ্ছা পুজোটা হোক। উনি সাহস করে বললেন, আমার উপর যদি আস্থা রাখেন তো আমি দায়িত্ব নিতে পারি। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম তো খুব খুশি, রাজি হয়ে গেলেন। পরের দিন সৃজাকে পৃথক ভাবে ডেকে জানতে চাইলেন, কী ভাবে কী করবে কিছু ভেবেছ?

–হ্যাঁ, ম্যাডাম, ছাত্র–ছাত্রীদের সাহায্য ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব নয়। উঁচু ক্লাসের স্টুডেন্টদের পড়াশুনোর চাপ বেশি, তাই ওদেরকে ডিস্টার্ব না করে আমি সপ্তম শ্রেণির ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের তো মহা উৎসাহ।

প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আশ্চর্য হয়ে বললেন, আর ইউ ম্যাড সৃজা? শেষ পর্যন্ত কিনা ক্লাশ সেভেন? ওরা তো টিন এজারও নয়! ওরা পারবে না! তুমি অন্য কিছু ভাব।

–না ম্যাডাম, আপনি তো অভ্রজিৎ কে জানেন না, ও একাই একশ। তবু ওকে সাহায্য করার জন্য আমি অঙ্গিরাকে বলেছি।

–হু ইজ্ দিস্ অভ্রজিৎ অ্যান্ড অঙ্গীরা? তুমি কী করে ভাবলে যে ওরা পারবে?

–অভ্রজিৎ ওই ক্লাসের মনিটর। বরং মনিটর না বলে ওকে বলা উচিত লিডার। ওর আশ্চর্য ক্ষমতা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের। আর ওই ক্লাসের সবাই ওকে মেনে চলে। আমি একদিন ওকে এনে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আপনি আমার উপর আস্থা রাখুন ম্যাডাম। আমি বলছি, পুজোটা ভালই হবে।

–ঠিক আছে, অ্যাজ ইউ প্লিজ।

***

পুজোটা সত্যিই বেশ ভালো ভাবে উৎরে গেল। সকলেই প্রিন্সিপাল ম্যাডামের খুব প্রশংসা করল। সেই সঙ্গে নাম হল সৃজা আন্টির আর অভ্রজিৎ এর।

দোলের কিছুদিন আগে অভ্রজিৎ আর অঙ্গীরা ঠিক করল দোলের ছুটির আগের দিন ওদের ক্লাশের লাস্ট পিরিয়ডে দোল খেলবে। সেই ক্লাশটা সৃজা আন্টির নেবার কথা, তাই উনিও রাজি হয়ে গেলেন।

দোল খেলা তো ভালই হলো, সবাই বেশ উপভোগ করল। স্কুলে মোবাইল আনা মানা, কিন্তু সেদিন অনেকেই মোবাইল এনেছিল সাথে। গ্রুপ ফটো আর নিজস্বী তোলার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

খবরটা প্রিন্সিপাল ম্যাডামের কানে পৌঁছতে দেরি হল না। অনেক গার্জিয়ানরাও ওনাকে তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছেন।

ছুটির পরের দিন অভ্রজিৎকে ডেকে পাঠালেন প্রিন্সিপাল ম্যাডাম। খুব তিরস্কার করলেন অভ্রজিৎকে, তুমি নিজেকে কী ভেবেছ, অ্যা? নেতা? হু আর ইউ টু ডিসাইড হু উইল ডু হোয়াট? ইউ হ্যাভ ক্রস্ড ইওর লিমিট! ভবিষ্যতে যেন আমার কাছে এরকম আর কোনও নালিশ না আসে।

সৃজা আন্টিকে ডেকে প্রিন্সিপাল আদেশ করলেন, কাল থেকে যেন অভ্রজিৎ আর মনিটর না থাকে।

সৌমেন চ্যাটার্জী, বিশেষ ছাত্র, ইন্টারলিঙ্ক ক্যালকাটা

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com